আখ্যান কুসুম।

প্রথম ভাগ।

“*   *   *   *   *   *   *

Make this thy way, which pleasant is and plain,
Affects the eye and heart, instructs the brain.”

ANON.

কলিকাতা।

ধর্ম্মবন্ধু কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

১৮৮৬।

ভূমিকা।

সকল সময় নীরস উপদেশ মানবহৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিতে পারে না। দিন নাই, ক্ষণ নাই,—মানুষকে ধরিয়া ধরিয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনাইলে বরং সে ক্রমে বিরক্তই হইয়া উঠে। অনেকের "ধর্ম্ম" নামের প্রতি সাধারণতঃ কেমন এক প্রকার বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা দেখা যায়। ধর্ম্মপুস্তক নানা কারণে পাঠক-সাধারণের প্রিয় হয় না। ইহা সমাজের শোচনীয় অবস্থা, তাহার আর কোন সংশয় নাই। কিন্তু এ অবস্থার প্রতিকার প্রত্যক্ষ ভাবে করিতে চেষ্টা করিলেও আশু ফল-লাভের তত প্রত্যাশা নাই। যাহাতে মানুষের প্রাণ সহজেই আকৃষ্ট হয়, তাহার ভিতর দিয়া ধর্ম্মরাজ্যের সত্য সকল প্রেরণ করিতে হইবে। সুন্দর উপন্যাস, কাব্য, বা গল্পের মোহিনী শক্তিতে সত্য এবং সদুপদেশ পাঠকের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই ধারণায় এবং স্বদেশের নৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধন সংকল্পে "আখ্যানকুসুম" জনসমাজে প্রকাশিত হইল।

অনেক বঙ্গভাষা-হিতৈষী পাঠকের নিকট এই আক্ষেপ সচরাচর শুনা গিয়া থাকে যে, আমাদের দেশীয় সাহিত্য সুপাঠ্য নৈতিক পুস্তকাবলীর তত গৌরব করিতে পারে না। খুঁজিতে গেলে এমন দুই চারি খানি পুস্তক সহসা মিলা ভার, যাহা পুরুষ এবং রমণী উভয় শ্রেণীর হস্তে নিঃসঙ্কোচে দেওয়া যাইতে পারে। এই গুরুতর অভাব কতকাংশে দূর করিবার জন্য সুরুচিসম্পন্ন এই গল্পগুলি একত্র গ্রথিত হইল। বিশ্রাম বা অবকাশের সময় মন যখন গম্ভীর বিষয়ের রসাস্বাদ করিতে

আগ্রহান্বিত হয় না, তখন "আখ্যানকুসুমে"র ন্যায় পুস্তক অবসন্ন পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে। ইহাতে হিত অথচ মনোহারী কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিশেষ সময়ে কোন বিশেষভাবাপন্ন ব্যক্তির চক্ষে পড়িলে ইহার কোন কোন সুন্দর দৃষ্টান্ত চিন্তার স্রোত সৎপথে চালিত করিতে পারে,—এ আশা নিতান্ত অন্যায় নহে।

আমাদের দেশে "গল্প" বলিলেই কল্পিত কথা মনে হয়। "গল্পের বই" যে আমাদের দৈনিক জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা লইয়া রচিত হইতে পারে, তাহা অনেকের বিশ্বাস নাই। অন্যান্য "গল্পের বই" হইতে "আখ্যানকুসুমে"র প্রভেদ এই যে, ইহার গল্পগুলির মধ্যে প্রায় সমস্তই সত্য ঘটনা। অসম্ভব কল্পনা কিছুই নাই। "আখ্যানকুসুমে"র অধিকাংশ কুসুম নানা দিক্ হইতে চয়িত হইয়াছে। অনেক ইংরাজী গল্প পুস্তক, সংবাদ এবং মাসিক পত্র আমাদের অনেক সহায়তা করিয়াছে। "ধর্ম্মবন্ধু" পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলির অধিকাংশই নির্ব্বাচিত এবং ইহাতে পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে। আমাদের দেশীয় কতকগুলি গল্পও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য "কুসুম"গুলি বর্ণানুসারে গ্রথিত হইয়াছে।

"ধর্ম্মবন্ধু"—কার্য্যালয়।
পৌষ, ১২৯৩। } প্রকাশক।

পুঃ—চতুর্থ পরিচ্ছেদে (নির্ভর) ৭১ পৃষ্ঠায় গল্পটীর নাম "প্রার্থনার প্রত্যুত্তর" না হইয়া "অভাবে নির্ভর" হইবে।

No.

(1) Title and English translation,

(2) Language, Benga[illegible]

(3) Name of the Author, Translator, or Editor.

(4) Subject, [illegible]

(5) Places of printing and publication, 16 [illegible]

(6) Names of Printer and Publisher, [illegible]

(7) Date of issue, 26

(8) Number of sheets, leaves or pages, 10

(9) Size, Demy 12

(10) Number of the edition,

(11) Number of copies of which the edition consists,

(12) Printed or lithographed,

(13) Price, -/5/-

(14) Name and residence of the proprietor of copyright,

[illegible] Inspector-General of Registration

আখ্যান কুসুম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীবনের পরিবর্ত্তন।

লালা বাবুর বৈরাগ্য।

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী লালা বাবুর বৈরাগ্য বৃত্তান্ত বোধ হয় আমাদিগের দেশে অতি অল্প লোকের নিকটই অবিদিত আছে। তাঁহার সংসারত্যাগ বিশেষরূপে এই প্রতিপন্ন করিতেছে যে, পার্থিব ধন মানে সুখ নাই। এরূপ প্রবাদ আছে, তিনি যখন অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে স্ত্রী ও পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন, এমন সময় একদিন অপরাহ্নে এক ধীবরের স্ত্রী তাঁহার বাটীতে আসিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত বলিল, "আমার মাছের দাম দাও, বেলা গেল পারে যেতে হ'বে।" লালা বাবু এই কথা শুনিতে পাইলেন,—ধীবরস্ত্রীর কথা অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণের মধ্যে এক অপূর্ব্বভাবের উদয় করিল! তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় সেই কথাটি তাঁহার প্রাণকে বিদ্ধ করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "বেলা যায়, পারে যাইতে হইবে! ঠিক কথা!

আমায়ও এ ভবসংসার যে উত্তীর্ণ হইতে হইবে,তাহার আমি কি করিতেছি? আমাকেও ত পারে যাইতে হইবে!" এই চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া অতি দীনবেশে পদব্রজে দেবার্চ্চনার জন্য বৃন্দাবনে গমন করিলেন। তথায় সন্ন্যাসীর ন্যায় বাস করিয়া নিজ ইষ্টদেবতার অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইয়া পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

আমাদের দেশের ধনীগণ দেখুন যে ঐশ্বর্য্যে যদি সুখ শান্তি থাকিত, তাহা হইলে লালা বাবু তাঁহার প্রচুর ধন এবং পার্থিব সুখসচ্ছন্দতা অতি অপদার্থ ও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মের শান্তি অন্বেষণ করিবার জন্য আপনাকে পথের ফকির করিতেন না। কেবল লালা বাবু কেন, এমন অনেক ব্যক্তি সংসারের ধন ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিকে অতি অসার ও অপদার্থ জ্ঞান করিয়া নিত্য নির্ম্মল ও অক্ষয় আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

নূতন জীবন।

কোন একটী ভদ্রলোকের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ছিল। ঐশ্বর্য্য থাকিলে মানুষের মন স্বভাবতঃ যে দিকে ফেরে, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন,পশুর ন্যায় প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। একদিন তিনি আপন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন, উদ্যানের এক পার্শ্বে একখানি দীন কুটীর দারুণ ঝঞ্ঝাবাত ও বর্ষার অত্যাচার সহিয়া অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে সেই কুটীরের সম্মুখে আসিয়া

পড়িলেন। কুটীরবাসীর অবস্থা অত্যন্ত হীন; কিন্তু দরিদ্র হইয়াও সে সুখী। সেই জীর্ণ, দীন কুটীরের সন্নিকটে আসিবামাত্র ভদ্রলোকটীর কর্ণকুহরে এক অনুচ্চ সমবেত কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিল। সে স্বর শুনিয়া তিনি চমকিত হইলেন। কাহার কণ্ঠস্বর, কোথা হইতে আসিতেছে, জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেই কুটীরের ঈষদুন্মুক্ত গবাক্ষের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহস্থ তখন আপন পরিবারদিগকে লইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছিলেন। ক্রমে সেই অস্ফুট স্বর স্পষ্ট হইল,তাঁহাদের করুণ প্রার্থনা ধনীর কঠোর প্রাণকে অনুপ্রাণিত করিল;—শুষ্ক, নীরস জীবনে অমৃত সঞ্জীবনী ঢালিয়া দিল। তিনি ভাবিলেন, "হায়, যাহার এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান নাই, পরিশ্রম অথবা ভিক্ষা করিয়া যে আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালন করে,—সে কেমন সুখে রহিয়াছে! আমি ধনী,—যখন যাহা চাহিতেছি, তাহাই পাইতেছি; যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছি; কিন্তু যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার করুণার কথা আমি ভাবি কৈ? তিনি আমাকে এত মণিমাণিক্য দিয়াছেন, আমি তাহার শতাংশের একাংশও দীন দরিদ্রকে বিতরণ করি না ত! আমি সংসারের মোহ প্রলোভনের বশীভূত, স্বার্থের দাস। আমি ঈশ্বরের করুণা কি করিয়া অনুভব করিব? আর আমি প্রলোভনের মায়ায় ভুলিব না, ঈশ্বরকে ভুলিয়া প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিব না, সংসারের জন্য,পরের জন্য খাটিব,—পরের যাহাতে উপকার করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব।" বাস্তবিক এই ঘটনা হইতেই তাঁহার জীবনে শুভদিন আসিল।

নাস্তিকের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।

একজন অতি বিখ্যাত নাস্তিক তাঁহার পাঠগৃহের কোন এক স্থলে এই কথাটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন,—"God is Nowhere," অর্থাৎ, "পরমেশ্বর কোথাও নাই.!" তাঁহার একটি সরলমনা সন্তান পিতার সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ লেখাটি এই-রূপ ভাবে পাঠ করিল, "G, o, d, God ; i, s, is ; n, o, w, now ; h, e, r, e, here. "God is now here !" অর্থাৎ, "পরমেশ্বর এই খানেই আছেন !" শিশুর মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া নাস্তিক পিতার অবিশ্বাস দূর হইল। পরমেশ্বর কেমন অতি সামান্য ঘটনার দ্বারাও তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন ! বিজ্ঞান, দর্শনে যাহা করিতে না পারে, সময়ে সময়ে সামান্য শিশুর কথায়ও তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কিসে কি হয় !

একবার রেভারেণ্ড উইলিয়ম্ টেনাণ্ট একজন অবিশ্বাসীকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস করাইবার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম এবং যত্ন সহকারে একটি বক্তৃতা প্রস্তুত করেন, কিন্তু গির্জ্জাতে সে বক্তৃতাটি পাঠ করিবার সময় তিনি যেন কোন বিশেষ প্রতি-বন্ধক হেতু তাহা হঠাৎ বন্ধ করিতে বাধ্য হন এবং একটি প্রার্থনা সহকারে সে দিবসের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি যাহার জন্য এত কষ্টসাধ্য বক্তৃতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তিনি তথায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তার এইরূপ ভাব দর্শন করি-লেন, এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মিঃ টেনাণ্ট এমন সদ্বক্তা, ইনি কেমন তেজো-

পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকল সময়ে সকলের প্রাণ মুগ্ধ করিয়া থাকেন, কিন্তু অদ্য কি জন্য ইনি এইরূপ করিলেন,—বোধ হয় অন্য সময়ে ঐশী শক্তি ইহাঁর মধ্যে কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল চিন্তা দ্বারা তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পরমেশ্বর যে কি ভাবে কোন্ সময় কিরূপ কার্য্য দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন, তাহা মনুষ্যের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। ধর্ম্ম প্রচারকেরা অনেক সময় ভাবিয়া থাকেন যে, কেবল জলদ-গম্ভীর স্বরে উচ্চ বক্তৃতা দ্বারাই লোকের প্রাণ মুগ্ধ করা যায়। কিন্তু জগদীশ্বর তাহার বিপরীত কার্য্য দ্বারাও তাঁহার অনুগত সেবকদিগের মধ্য দিয়া অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর এইরূপ অসংখ্য উপায় দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করেন।

অভাবনীয় পরিবর্ত্তন।

——রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীতে একটী যুবাপুরুষ যৌবনমদে মত্ত হইয়া আপাতমধুর বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়াসক্তিতে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের দেশে শিক্ষিত অথচ ধর্ম্মহীন যুবকেরা সচরাচর যেমন ভোগসুখকে জীবনের সার ভাবিয়া দুর-পনেয় কলঙ্কে চরিত্র মলিন করিয়া ফেলেন,এই ভদ্রলোকটীরও তাহাই হইয়াছিল। অল্পে অল্পে জঘন্য পাপাচারে রত হইতে হইতে তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান, লোকলজ্জা, দণ্ডের ভয় সকলই লোপ পাইতে লাগিল। যতদূর অধঃপতন হইবার, তাহা হইতে চলিল। সুরাপান তাহার চিরানুচর ব্যভিচারকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার জীবন গ্রাস করিয়া ফেলিল। সংসারের ও নিজ জীবনের কর্ত্তব্যরাশি

তাঁহার নীচাসক্ত দৃষ্টি হইতে অবসর লইল। দেহ মন প্রাণ সকলই পাপের সেবায় নিয়োজিত হইল। পতিত যুবক অবশেষে একটী পতিতা রমণীর প্রণয়-প্রলোভনে পড়িয়া গেলেন। ক্রমে এই পাপিষ্ঠার সংসর্গে তিনি এত লিপ্ত হইয়া পড়িলেন যে, তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না; দিন রাত তাহার পাপপুরীতে থাকিয়া সুরাদেবী এবং সেই রাক্ষসীর পদসেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্ধারের আশাও যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে লাগিল; —গুরুজনের তিরস্কার, বন্ধুবর্গের সৎপরামর্শ, রোগ যন্ত্রণার ভয় কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। উচ্চ শিখর-দেশ হইতে পতনশীল জলপ্রপাতের বেগ যেরূপ প্রচণ্ড এবং গতি যেরূপ অপ্রতিহত হয়,—তেমনি এই হতভাগ্যের জীবন-প্রপাত অনিবার্য্য বেগে মৃত্যুর করাল গুহামুখে পতিত হইতে লাগিল। কার সাধ্য এ অধঃপতনের গতি প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে!

কিন্তু পাপীর জীবনে ভগবানের অচিন্ত্য লীলা দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়! সমাজের পরিত্যক্ত পাপসর্ব্বস্ব, ঘৃণিত-জীবও তাঁহারই প্রেমক্রোড়ে স্থান পায়! যেখানে নিরাশার প্রগাঢ় তমোরাশি, সেখানেও তিনি আশার মৃদু আলোকরেখা প্রকাশ করেন;—তিনিই পাপীর কেশমুষ্টি ধরিয়া তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করেন!—এই পতিত যুবকটী যখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া পাপস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, যখন বারবনিতার কুৎসিত সংসর্গকে জীবনের সার বস্তু করিয়া তুলিয়াছিলেন,—সেই সময়ে এক রজনীতে সুরার প্রসাদে

উত্তেজিত হইয়া তিনি তাহার সহিত আমোদ প্রমোদে রত হইলেন। প্রতিদিন যেমন নিঃসঙ্কোচে তাহার সহবাসে পশুবৎ আনন্দ উপভোগ করিতেন, আজও তেমনই ভাবে ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আজ অন্যপক্ষে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে; বিলাসিনীর হাবভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—তাহার চঞ্চল কটাক্ষ স্থির ও বিনত, ভুবনমোহিনী হাসির সৌন্দর্য্য বিষাদের মলিন গাম্ভীর্য্যে মিলাইয়া গিয়াছে। যুবকের রহস্যোক্তি, নানা প্রকার বিলাসভঙ্গি, কুভাবোদ্দীপক সঙ্গীত কিছুতেই রমণীর মুখ হইতে তীব্র যাতনার রেখা অপনীত করিতে পারিতেছে না। প্রতিদিন যেমন সে যৌবন ও সৌন্দর্য্যের ফাঁদ পাতিয়া যুবকের মন প্রাণ হরণ করিত, যুবতীর সে সমস্ত লক্ষণ আজ কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। কি-এক মর্ম্ম-যাতনার উচ্ছ্বাস প্রাণ বিদীর্ণ করিয়া মুখমণ্ডলে ফুটিয়া পড়িতেছে! সহস্র রহস্য, শত সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি তাহার উদাস প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, মুখের কথাটী বাহির হইতেছে না। প্রণয়ীর কাতর ও ব্যগ্র অনুরোধ নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর উত্তর হইল,—"দেখ, আর আমার এ পাপের ব্যবসা ভাল লাগিতেছে না। কি-জানি কি-যেন নিরাশা ও অনুতাপ প্রাণের উপর চাপিয়া পড়িতেছে! আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছি। আহা! তুমি এমন সুকণ্ঠ পাইয়াছ, তুমি যদি ইহা লইয়া পরমেশ্বরের নাম ও গুণ গান করিতে, তাহা হইলে কি শোভাই হইত! তা না হইয়া তুমি কি না আমার কুৎসিত সংসর্গে মজিয়া ভগবানের প্রদত্ত সঙ্গীত শক্তির অপব্যবহার করিতেছ! যাহা হইবার হই-

যাছে!—এখন আমাকে ত্যাগ কর। তুমিও যাও, আমিও যাই! ইন্দ্রিয়াসক্তির সুখ যাহা আস্বাদ করিবার, তাহা ত করিয়াছি,—আর কেন? আর আমার কাছে আসিও না,—আমার জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে!”—এই বলিতে বলিতে রমণীর নেত্রযুগল অনুতাপের তপ্ত অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, —কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। যুবক একেবারে স্তম্ভিত! প্রণয়িণীর কথা শুনিতে শুনিতে অবাক্ হইয়া গিয়াছেন! একি! সমস্ত জগৎ সংসার, জীবন, সুখ দুঃখ নিমেষের মধ্যে ঘুরিয়া যাইতেছে! মানসচক্ষু এক ঘোর বিপ্লবের তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে স্থির, নিশ্চল! সকলি ঘুরিতেছে,–যেন মহাস্বপ্নের চঞ্চল ছায়া প্রাণের উপর আবরিয়া পড়িতেছে!—হতবুদ্ধি যুবক শূন্য দৃষ্টিতে সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন;—পলকে প্রলয় বোধ হইতেছে! তাহাকে—সেই জীবনমোহিনী, নয়নানন্দময়ীকে—জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে হইবে? পাপের সঙ্গিনী, দুঃখের সুখ, পাপময় জীবনের সর্ব্বস্ব যে,—তাহার এত ভালবাসা, এত মোহ সকলই কাটাইতে হইবে? যুবক অস্থির হইয়া পড়িলেন। যুবতী বিদ্যুৎবৎ উঠিয়া সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিল, স্বহস্তে পাপবৃত্তির সহায়-স্বরূপ সঙ্গীত ও বাদ্য যন্ত্রাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিল,—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একবস্ত্রা হইয়া মুহূর্ত্তেই সেই আলয় পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইল! বিলাসিনী সন্ন্যাসিনী হইল! মন্ত্রমুগ্ধ যুবক কিছুক্ষণ পরেই বুঝিলেন, তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে! তাহার অদর্শনে চারিদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি অসহ্য অনুতাপানলে জ্বলিয়া মরিলেন, কিন্তু কোন দিকে আশা

ও আলোক দেখিতে পাইলেন না। যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, সমস্ত জীবন শূন্য ও অন্ধকারময় দেখিলেন! জীবনের অধোগতি দেখিয়া নিজের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইল। পাপের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ এবং চরিত্র সংশোধনের জন্য একাগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি পরদিন প্রভাতে জনসমাজে প্রবেশ করিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল! কি আশ্চর্য্য! মহাপাপী আবার ফিরিল! পাপসেবা ও ইন্দ্রিয়াসক্তির দাসী বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষিতা হইল!—এই ঘটনার পরে কয়েক বৎসর ধরিয়া যুবক কোন স্ত্রীলোকের মুখপানেও চাহিতেন না। ক্রমে ক্রমে চরিত্র সংশোধিত ও উন্নত করিয়া এখন তিনি একজন ধর্ম্মানুরাগী, সরল, উদার এবং পবিত্রচেতা বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন!

নাস্তিক পিতা।

এক নাস্তিকের পুত্র রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে গমন করিত। তথাকার শিক্ষক বালকদিগকে প্রার্থনার আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সদুপদেশ প্রদান করিতেন। শিক্ষক যখন উপদেশ দিতেন, ঐ বালকটী অতি নিবিষ্ট মনে ঐ সকল উপদেশ শ্রবণ করিত। এক দিবস প্রাতঃকালে বিদ্যালয়ে যাইবার সময় তাহার জননী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বালকটী কিছুক্ষণ পরে জননীর নিকট উপস্থিত হইলে, অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বালক বলিল, "মা, আমি নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতেছিলাম।"

তৎপরে সে তাহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমার পিতা কি প্রার্থনা করেন ?" তিনি সন্তানের এই কথা তাহার পিতাকে বলিলেন। তিনি কখন প্রার্থনা করিতেন না, এজন্য নিজ সন্তানের এই কথা শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। ঐ কথা তাঁহার অন্তরে এমন বিদ্ধ হইয়াছিল যে, তখন হইতেই তিনি নিজ প্রাণের মধ্যে প্রার্থনার আবশ্যকতা প্রতীতি করিলেন, এবং সেই প্রাণদাতা পরমেশ্বরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মা ও মনকে সুখী করিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে সেফিলড্ নগরে একটি ধর্ম্মসভার কোন বিশেষ অধিবেশনে, মহাত্মা জেম্‌স্ বোডন্ তথাকার অনুতপ্তাগারে (Penitentiary) বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি ইহাতে বিশেষ সম্মতি প্রদান করিয়া তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিলে, সকলে তাঁহাকে তত্রস্থ একটী অসহায়া স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। এই স্ত্রীলোকটী বাল্যকাল হইতে প্রায় বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত অতি ঘৃণিত ও অসৎ কার্য্যে লিপ্ত ছিল। এমন কি, সময়ে সময়ে রাত্রিতে পথিমধ্যে পথিকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহার প্রাণ বিনাশও করিত। বিবিধ পাপাচারের ফলে সে এত ভয়ানক পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল যে, তাহার আর অঙ্গ সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা ছিল না, দিবানিশি শয্যাগত হইয়া থাকিত। একদা ঘোর রজনীতে যখন এই হতভাগিনী একটী পথিকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার উদ্যোগ

করিতেছিল, তখন সেই ভীত পথিক তাহার মুখপানে তাকাইয়া বলিল,—"হে যুবতি! মনুষ্য তোমার এই কার্য্য দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু জানিও, সেই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের চক্ষু তোমার উপর পতিত রহিয়াছে!" ইহা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত হইলে পর, সেই পথিক তাহাকে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর উপদেশপূর্ণ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে দিল। পথিকও ঈশ্বরানুগ্রহে রক্ষা পাইল। কিছু দিন পরে এক সময় সেই পথিকের কথাগুলি তাহার হৃদয়ে এত লাগিয়াছিল যে, সেই দিন হইতে তাহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মপুস্তক পাঠে তাহার এত প্রগাঢ় আসক্তি জন্মিয়াছিল যে, রুগ্নাবস্থায় হস্ত দ্বারা পুস্তকের পাতা উল্টাইতে অসমর্থ হওয়ায় জিহ্বাই তাহার হস্তের কার্য্য করিত। এই অনুতাপই ভবিষ্যতে তাহার জীবনকে দেবতুল্য করিয়াছিল। এমন কি, সে তাহার পূর্ব্ব সহচরীদিগকেও উপদেশ দ্বারা পাপের ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। অবশেষে, তাহার জীবনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে নিজেই স্বীয় জীবনের ইতিহাস লিখিয়া অনুতপ্তাগারে পাঠ করিতে অনুরোধ করিল। হস্ত দ্বারা লিখিতে না পারায় তাহাকে সমস্ত বিবরণ মুখ দিয়া লিখিতে হইয়াছিল! বাস্তবিক, প্রকৃত অনুতাপানলে দগ্ধ না হইলে, মনুষ্য কখনই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

শিশুর নিকট হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা।

কোন ভদ্রলোকের তিনটী শিশু সন্তান ছিল। পিতা অত্যন্ত পানাসক্ত ছিলেন, এমন কি প্রত্যহ রাত্রে মদ খাইয়া টলিতে টলিতে গৃহে আসিতেন। স্ত্রী তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিত, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অপমান বোধ হইত না, বা তাঁহাকে পাপকর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিত না। বরং তাঁহার হৃদয়ে সময়ে সময়ে ক্রোধের উদ্রেক হইত। যে ব্যক্তি পাপকর্ম্মে একেবারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, সামান্ত তিরস্কারে কি তাহার চৈতন্যের উদয় হয়?—চৈতন্যের উদয় হইলেও তাহা অধিকক্ষণ থাকে না।

একদা তিনি সুরাপান করিয়া টলিতে টলিতে গৃহে আসিবামাত্র তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে যথোচিত ভৎর্সনা করিল, কত কাঁদিল, কিন্তু কিছুতেই পাষণ্ডের পাষাণহৃদয় গলিল না। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া আরক্তিম ও রোষ-কষায়িত লোচনদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া সজোরে তাহাকে পদাঘাত করিলেন! সে কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রুজলে তাহার বক্ষস্থল ও অঙ্গের বসন ভিজিয়া গেল। শয্যাগত অর্দ্ধসুপ্ত একটী শিশুর কর্ণে তাহার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিল। শিশু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের এক পার্শ্বে মাতা সজলনয়নে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, আর অপর পার্শ্বে পিতা তাঁহার দিকে রোষ-কষায়িত নেত্রে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। শিশু সমস্ত বুঝিতে পারিল, পারিয়া বলিল, "বাবা তোমার পায়ে পড়ি, মাকে আর মারিও না।" পিতা তাহাকে শুইতে বলিলেন,

সে শুইল না, শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পতিতপাবন ভগবানের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিল, "ভগবন্,—আমার বাপ মাকে সুখী কর, বাবাকে সৎপথে আনিয়া দাও, আর কিছু চাই না।" বালকের স্বর রুদ্ধ হইল, কিন্তু তাহার সেই বিনীত প্রার্থনা নিষ্ঠুর পিতার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বস্ত্রপ্রান্তে আপনার মুখমণ্ডল ঢাকিলেন,—তাঁহার উদ্দীপ্ত ক্রোধানল একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল,—হৃদয়ে যে অনু-তাপাগ্নি এতদিন জ্বলিয়া আসিতেছিল, তাহার জন্য আজ দুই বিন্দু অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার জ্ঞানের দ্বার আজ যেন কে খুলিয়া দিল। বালকের হৃদয়-কন্দরে এরূপ নীতিগর্ভ কথা ও ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি লুক্কায়িত ছিল, ইহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার জীবনে পাপের যবনিকা অন্তর্হিত হইল,—তিনি বালকের নিকট হইতে আজ ধর্ম্মশিক্ষা করিলেন।

বালকের তিরস্কার।

দুইটী শিশু তাহাদের ধাত্রীর সহিত সমুদ্রে স্নান করিতে যাইতে-ছিল। পথিমধ্যে তাহাদের এক জন হঠাৎ জানু পাতিয়া বসিল ও ধাত্রীকে বলিল, "আমি অমনি চলিয়া আসিয়াছি; প্রার্থনা করিতে স্মরণ ছিল না!" একটী ভদ্রমহিলা এই ব্যাপারটী নিরীক্ষণ করিয়া ও আপনার ব্যবহার ভাবিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন, এবং মনে করিলেন, "এই বালকের ব্যবহার আমাকে ধিক্কার দিতেছে। আমি ত কৈ আমার জীবনে কখনও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি নাই?" ঈশ্বরের ইচ্ছায়

এক ক্ষুদ্র শিশুর ব্যবহারে তাঁহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহারা যতক্ষণ স্নান করিল, ততক্ষণ তিনি তাহাদের নিকটে বসিয়া রহিলেন এবং গৃহে প্রতিগমন করিয়া এক জন ধার্ম্মিক বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এই ঘটনা হইতে তাঁহার জীবনে একটী স্থায়ী পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

"ধন্য পরমেশ্বর! আমি এখন আরোগ্য লাভ করিলাম!"

মানবের মন সর্ব্বদা এমনই সংসারে আসক্ত থাকে যে, প্রায় কিছুতেই তাহার চেতনা হয় না। পরমেশ্বর সর্ব্বদাই তাঁহার সন্তানদিগকে পাপ এবং মোহের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার দিকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এই জন্য সময়ে সময়ে মানুষকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, এবং যাহাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাহার উপায় বিধান করিয়া থাকেন। এক ব্যক্তি পরম ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। এই সাংসারিক ধন ঐশ্বর্য্য এবং পার্থিব সুখের মধ্যে বাস করিয়া তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত সদ্ভাব এবং ধর্ম্মভাব শুষ্ক হইতে লাগিল, সংসারের সুখ এবং প্রলোভন সকল তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলিল। তাঁহার এই ব্যাধি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাহাতেও তাঁহার চৈতন্য হইল না। এই দুর্ঘটনার পর তাঁহার এক পুত্রও কালগ্রাসে পতিত হইল, তাহাতেও তাঁহার প্রাণ হইতে দুষ্ক্রিয়ার প্রজ্বলিত

অগ্নি কিছুমাত্র নির্ব্বাণ হইল না। এইরূপে তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং গৃহপালিত জন্তু সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল, ইহাতেও তাঁহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল না। অবশেষে তিনি নিজে অত্যন্ত পীড়া-গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার দূষিত চিন্তা-স্রোতের গতি স্বর্গের দিকে ফিরে নাই। এক দিবস তাঁহার গৃহে অগ্নি লাগিয়া সর্ব্বস্ব দগ্ধ হইতেছে, এমন সময় কতকগুলি লোক তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিবার চেষ্টা করিলে তখন সেই পাপাসক্ত ব্যক্তি নিজের ভয়ানক পাপ-ক্রিয়া সকল স্মরণ করিয়া বলিল, "ধন্য পরমেশ! আমি এখন আরোগ্য লাভ করিলাম!" তিনি সেই দিবস হইতে পাপ পরিত্যাগ করিলেন।

ঈশ্বরসেবার দৃঢ়তা।

একদা কোন যুবক এক যুদ্ধ-জাহাজে নাবিকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সে বাল্যকাল হইতে প্রত্যহ উপাসনা করিতে শিক্ষিত হইয়াছিল। নাবিকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও তাহার সে অভ্যাস চলিয়া যায় নাই। সে প্রত্যহ তাহার শয্যার নিকট জানু পাতিয়া বসিয়া উপাসনা করিত। নাবিকদিগের মধ্যে সাধারণতঃ ধর্ম্মভাবের বিশেষ প্রাবল্য দেখা যায় না। ঐ যুদ্ধ-জাহাজের অন্যান্য নাবিকগণের চক্ষে ঐ যুবকের এইরূপ ব্যবহার ভাল না লাগাতে তাহারা সকলে মিলিয়া তাহার উপাসনার ব্যাঘাত জন্মাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে কোন্ সময়ে উপাসনা আরম্ভ করে, তাহারা গোপনে গোপনে তত্ত্ব লইয়া, ঠিক্ সেই সময়ে তাহার উপর টুপি ও পাদুকা বর্ষণ

করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহারা ক্রমাগত কিছুদিন এইরূপ করিয়াও তাহাকে উপাসনা হইতে বিরত করিতে পারিল না। ঘটনাক্রমে এই সকল কথা পোতাধ্যক্ষের কর্ণে পঁহুছিলে তিনি ঐ নাবিকদিগকে ডাকাইলেন এবং সকলের সমক্ষে যুবককে উহাদের বিরুদ্ধে তাহার যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহা প্রকাশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। যুবক উত্তর করিল, তাহার কোন অভিযোগ নাই। পোতাধ্যক্ষ বলিলেন, তাহার অভিযোগের যথেষ্ট কারণ আছে। এই বলিয়া তিনি ঐ নাবিকগণকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, তাহারা যুবককে আর পূর্ব্বোক্তরূপে বিরক্ত করিতে চেষ্টা না করে। সে রাত্রে উপাসনার সময় পাদুকাবর্ষণের পরিবর্ত্তে যেন কাহার পদশব্দ যুবকের কর্ণগোচর হইল। ক্রমে শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং তাহার উপাসনার ব্যাঘাতকারী একজন সঙ্গী আসিয়া আস্তে আস্তে তাহার পার্শ্বে জানু পাতিয়া উপাসনা করিতে বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আর একজন তাহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইল এবং ক্রমে ক্রমে চৌদ্দজন নাবিক আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপাসনা করিতে বসিল! এইরূপে একজনের সহিষ্ণুতা ও সদ্দৃষ্টান্তের গুণে এতগুলি লোকের হৃদয় ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া গেল।

সদ্ব্যবহারে চরিত্রের পরিবর্ত্তন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে কোন এক পল্লীগ্রামে একজন পোষ্টমাষ্টারের চরিত্র অতি আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পোষ্টমাষ্টারের স্বভাব অতি জঘন্য ছিল; তিনি ইতর লোকদের সহিত মিশিয়া নীচ আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ

করিতেন ; ভদ্রলোকের সহিত প্রায় মিশিতেন না। নানাপ্রকার মাদক সেবন করিয়া ও অন্যান্যরূপে সমুদায় উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার অন্নাভাবে অশেষ কষ্টে দিন যাপন করিত। সেই গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত অত্যন্ত সহৃদয় লোক। তিনি পোষ্টমাষ্টার ও তাঁহার পরিবারবর্গের এই অবস্থা অবগত হইয়া নিজের এক বন্ধুকে একদিন বলিলেন, "এই লোকটীকে কি ভাল করা যায় না ? একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে কোনও ভদ্রলোক তাঁহার বাটী মাড়াইতেন না। ক্রমে পণ্ডিত মহাশয় দুই একটী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে পোষ্টমাষ্টার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতেন। ভদ্রতার খাতিরে তাঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিতে হইত। তিনি আসিলেই পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে নিজের বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার সময় সম্ভবমত তাঁহার সুখ্যাতি করিতে ত্রুটি করিতেন না। ক্রমে পোষ্টমাষ্টার ঘন ঘন তাঁহাদের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব সহচরদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হাতে দুপয়সা জমিতে লাগিল। পরিবারবর্গের অন্নকষ্ট দূর হইল। তাঁহারা পণ্ডিত মহাশয়কে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর পোষ্টমাষ্টার প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কৃতজ্ঞতার আবেগে পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিতেন, "দাদা! তুমি একজন লোক বটে!"

ঈশ্বর ভক্তি।

আমেরিকা দেশের একজন ইংরেজের একটী নিগ্রো দাস ছিল। তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি যখন আহার করিতে বসিতেন, তখন ঐ নিগ্রোকে তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় টেবিলের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। তাহার প্রভুর কিছুমাত্র ঈশ্বরভক্তি ছিল না। তিনি যখন-তখন বৃথা ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতেন। কিন্তু যখনই এইরূপ ঘটিত, তখনই ঐ নিগ্রো ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিত। একদিন তাহার প্রভু তাহাকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে প্রত্যুত্তর করিল যে, পরমেশ্বরের মহৎ নাম শ্রবণ করিলেই তাহার মন ভক্তিরসে পূর্ণ হয়; তাই সে মস্তক অবনত করিয়া থাকে। তাহার প্রভু তাহার এই কথা শুনিয়া অণুমাত্রও অসন্তুষ্ট হইলেন না। বরং সেই দিন হইতে তাহার ঐ কদভ্যাস চলিয়া গেল। ঐ সরল নিগ্রো প্রভুর মন্দ অভ্যাস দূর করিবার নিমিত্ত যে ঐরূপ করিত, তাহা নহে। বাস্তবিকই তাহার ঈশ্বরভক্তি এরূপ প্রবল ছিল যে, তাঁহার মহৎ নাম শুনিলেই তাহার মন ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া যাইত। ইহাই প্রকৃত প্রেম ও ভক্তির লক্ষণ।

একটী বালিকার ধর্ম্মানুরাগ।

কোন্ নগরে এক ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মন্দিরের অতি নিকটবর্ত্তী স্থানেই একটী মধ্যবিত্ত লোক সপরিবারে বাস করিতেন। এই ভদ্র লোকটীর এক অল্পবয়স্কা কন্যা ছিল।

বালিকা, মন্দিরের সুন্দর আকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়াই হউক্, অথবা ইহাকে মনোহর সাজে সজ্জিত দেখিয়াই হউক্, প্রতি সপ্তাহেই তথায় গমন করিত, এবং আচার্য্য বেদী হইতে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া আসিত। এইরূপে দুই চারি বৎসর পরে যখন তাহার বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইল, তখন সে আর মন্দিরের শোভা দেখিয়া তথায় গমন করিত না, তখন সে আর কেবল সেই আচার্য্যের বক্তৃতা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত না,—এক নূতন অনুরাগ আসিয়া যেন তাহাকে তথায় লইয়া যাইত। হায়! পরমেশ্বরের নাম যে একবার ব্যাকুল অন্তরে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারে, সে কি আর নিরাশ মনে সংসারে ফিরিয়া যায়! যাহা হউক্, বালিকা এবার ঈশ্বরের জালে পড়িল। তাহাকে এই প্রকারে নিয়মিতরূপে মন্দিরে যাইতে দেখিয়া তাহার পিতা মাতা তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাহাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই অত্যাচার সমস্ত বিফল হইল। কি আশ্চর্য্য! তাঁহারা যতই তাহাকে যাতনা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, ততই তাহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইতে লাগিল, তাহার আত্মার বল আরও বাড়িয়া উঠিল। সে এক দিনের জন্যও মন্দিরে যাইতে বিরত হইল না।

বালিকাকে এখনও মন্দিরে যাইতে দেখিয়া এবং তাহাকে অত্যন্ত অবাধ্য দেখিয়া একদিন তাহার পিতা ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া তাহাকে বলিলেন,—'দেখ, আমি তোমায় মন্দিরে যাইতে নিষেধ করিতেছি,—পুনরায় যদি তুমি সেখানে যাও,

তবে তোমায় আর আমি গৃহে স্থান দিব না,—চিরজীবনের মত তোমায় পরিত্যাগ করিব।' এই ভয়ানক কথা শুনিয়াও সেই বালিকা বিন্দুমাত্র ভীত হইল না। কেনই বা হইবে? স্বয়ং ঈশ্বর যাহার সহায়, সে কি সেই সামান্য ভয়ে কম্পিত হয়? বালিকা নাকি বাস্তবিক সেই করুণাময় পরমেশ্বরকে স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিল, তাই সে ইহাতে তিলমাত্রও বিচলিত না হইয়া বরং সাহসের সহিত প্রত্যুত্তরে বলিল, 'যখন পিতামাতা আমাকে পরিত্যাগ করিবেন, তখন যিনি পিতার পিতা, জননীর জননী, তিনি আমাকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিবেন। পিতামাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইব সত্য, কিন্তু যিনি দয়ার সাগর, যিনি প্রেমের উৎস, তাঁহার স্নেহ হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না।' কন্যার এই গভীর বাক্যগুলি তাহার পিতার অন্তরে প্রবেশ করিল, ঈশ্বর প্রসাদে তিনি ইহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এবং কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বৎসে! এবার হইতে আমি আর তোমার উন্নতির পথে কণ্টক হইব না, তুমি নিয়মিতরূপে মন্দিরে যাইয়া তোমার আত্মার কল্যাণ সাধন কর।' কেবল যে তিনি কন্যাকে এই বলিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন, তাহা নহে,—তিনি নিজেও তাঁহার কন্যার দৃষ্টান্তানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহাদের পরিবার সুখের পরিবার হইল।

সদুপদেশের প্রভাব।

একদিন বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক জন্ ওয়েস্‌লি একজন দস্যু কর্ত্তৃক পথিমধ্যে ধৃত হন। দস্যু তাঁহার নিকট হইতে অর্থ প্রার্থনা করে। সদাশয় উদারচেতা ওয়েস্‌লি তৎক্ষণাৎ তাহাকে হস্তস্থিত অর্থ প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে কিছু বলিতে চাই—তুমি এক্ষণে যে কার্য্য করিতেছ, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তাহার জন্য তোমায় ক্রন্দন করিতে হইবে।" এই প্রকার দুই একটি হিতোপদেশের কথা বলিয়া ওয়েস্‌লি চলিয়া গেলেন, এবং দস্যুও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনার লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি বিতরণ করিল।

কয়েক বৎসর পরে একদিন ওয়েস্‌লি এক ধর্ম্মালয়ে উপদেশ দান করিয়া বহির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপরোক্ত ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মরণ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। ওয়েস্‌লি উত্তর করিলেন যে, উক্ত বিষয় তাঁহার সম্পূর্ণ স্মরণ আছে।

তৎপরে উক্ত ব্যক্তি বলিল, "মহাশয়, আমিই সেই মানুষ, আপনার অমূল্য উপদেশে আমার জীবন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আমি এখন নিয়মিতরূপে উপাসনালয়ে গমন করি এবং ধর্ম্মপুস্তকের স্বর্গীয় উপদেশ সকল শ্রবণ করি।" —যেমন ভৌতিক জগতে এক ফোঁটা জল ও একটী পরমাণুও নষ্ট হয় না, তেমনি ধর্ম্মের একটী সত্য অথবা সৎকথাও নষ্ট হয় না।

নাস্তিক এবং অনাথ-বিদ্যালয়।

লণ্ডন নগরে এক নাস্তিক একটি অনাথ-বিদ্যালয়ের নিকটে একটি বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিতেন। তিনি বিশেষ-রূপে নাস্তিকতার মত পোষণ করিতেন, এবং চিন্তা-বিহীন, অল্পদর্শী ধার্ম্মিকদিগকে কুটিল তর্কজাল বিস্তার করিয়া পরাস্ত করিতেন। তিনি এক দিবস তাঁহার কোন বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি অদ্য প্রাত কালে অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়াছি,আমি এরূপ ক্রন্দন বহুকাল করি নাই !" হৃদয়বিহীন, অল্পদর্শী ব্যক্তিরাই প্রায় সুকোমল ধর্ম্মের মধুর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইয়া অবিশ্বাসী হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের কঠোর চক্ষু হইতে অশ্রুবারি প্রায় নিপ-তিত হয় না; সেই কারণে ঐ অবিশ্বাসীর ক্রন্দনের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বন্ধু চমকিত হইয়া বলিলেন, "ক্রন্দন! তুমি কি কারণে ক্রন্দন করিলে ?" তাঁহার নাস্তিক বন্ধু বলিলেন "অদ্য প্রাতে অনাথ-বিদ্যালয়ে দরিদ্র সন্তানদিগকে আসিতে দেখিয়া আমার মনে হইল যে, ধর্ম্ম যদি জগতের আর কিছু পকার নাও, করিয়া থাকে, অন্ততঃ উহা এই সকল দরিদ্র উপায়বিহীন সন্তানদিগের সুখে এবং সচ্ছন্দে থাকিবার উপায় বিধান করিতেছে।"

অবিশ্বাসীর ঈশ্বরে বিশ্বাস।

কোন নগরে একটী দরিদ্র লোক বাস করিত। এক সময়ে সে উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার এই

রোগের সংবাদ তথাকার একজন ধর্ম্মপ্রচারকের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি তাহাকে প্রতিদিন দেখিতে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার সহিত কথোপকথনের পর তাহার প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর শুনিলেন যে, ঐ ব্যক্তি ঘোর নাস্তিক। এমন কি, সে প্রতি সপ্তাহে বহুসংখ্যক লোক একত্র করিয়া তাহাদিগের সমক্ষে ধর্ম্মপুস্তক সকলের নিন্দা করিত, এবং নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিলোপ করিবার নিমিত্তও বিশেষ চেষ্টা পাইত। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতররূপে তাহাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা! এই সাধুর সহবাস লাভ করিয়া ও তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া সেই নাস্তিকের চৈতন্য হইল। এতদিন যে হৃদয় পাষাণসদৃশ ছিল, এখন তাহা বিগলিত হইল। এই প্রকারে সে যখন স্বেচ্ছাক্রমে তাহার মনোগত ভাব সকল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল, তখন সেই প্রচারক সন্তুষ্টচিত্তে একদিন তাহার সহিত নির্জ্জনে উপাসনা করিতে বসিলেন। তাঁহার উপাসনা এত মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, যে চক্ষু হইতে অদ্যাবধি এক বিন্দুও অশ্রু পতিত হয় নাই, আজ তাহা অনুতাপের অশ্রুতে ভাসিয়া গেল! আজ তাহার হৃদয় হইতে জড়তা ঘুচিয়া গেল, সে সুখী হইল। অবশেষে এই সাধুর পবিত্র জীবন দেখিয়া তাঁহার প্রতি এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিল যে, তাঁহাকে নিমেষকাল না দেখিতে পাইলে তাহার যৎপরো-

নাস্তি ক্লেশ হইত। সে প্রতিদিন উপাসনা করিত বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অবমাননা, ধর্ম্মপুস্তক সকলের নিন্দা প্রভৃতি পূর্ব্বের শোচনীয় দুষ্কৃতি যখন স্মরণ হইত, তখন তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইত। সে যখনই সেই প্রচারককে দেখিত, তাঁহাকে বলিত,—"মহাশয়! আমি ঘোর নারকী, কতবার সেই দয়াময়ের অবমাননা করিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া কত সময় কুকার্য্য করিয়াছি, এখন আমি কেমন করিয়া নবজীবন লাভ করিব, তাহার উপায় বলিয়া দিন।" বাস্তবিক সে পূর্ব্ব-কৃত অপরাধের নিমিত্ত এত অনুতপ্ত হইয়াছিল যে, তাহার আহারে সুখ ছিল না, বন্ধুবান্ধবদিগের হাস্য যেন তাহার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিত; শয়নে স্বপনে সে কেবলই এই চিন্তা করিত। বলিতে কি,—এই ব্যাকুলতাই তাহার নব-জীবন লাভের একমাত্র উপায় হইয়াছিল। রোগ ও দুঃখের যন্ত্রণায় সে এত শীর্ণ হইয়াছিল যে, অঙ্গ সঞ্চালন করিতে হইলে লোকের সাহায্য আবশ্যক হইত। কিন্তু সদালোচনা ও ঈশ্বরতত্ত্ব কথা শুনিবামাত্র শয্যা হইতে উঠিয়া বসিত, এবং ইহাতে যোগ দিয়া চরিতার্থ হইত। হায়! ঈশ্বরের নামের কি অসাধারণ ক্ষমতা! কি অপার মহিমা!

সেই পাপহারী পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া তাহার চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইল বটে, তাঁহার বলে সে এখন বলীয়ান্ হইল সত্য, কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য আসিয়া তাহাকে একেবারে জর্জ্জরীভূত করিয়া ফেলিল। কল্য কি খাইবে তাহার স্থিরতা ছিল না। অবশেষে সেই দয়ার্দ্র-হৃদয় প্রচারক তাহার দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া, তাহাকে অর্থ সাহায্য করিলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই নিঃস্ব, জরাজীর্ণ, কি খাইবে তাহার ঠিক্ নাই, তাহা দেখিয়া বলিল,—"মহাশয়! আমি আপনার নিকট অর্থ প্রার্থনা করি না; আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া প্রতিদিন এই প্রকারে আমার নিকট আসিয়া উপাসনা করিয়া যান, এবং ধর্ম্মজ্যোতিতে আমার মনকে আলোকিত করিতে পারেন, তবেই আমি বিশেষ উপকৃত হইব।" আহা! ইহার জীবনে কি সুন্দর পরিবর্ত্তনই আসিয়াছিল!

প্রকৃত উত্তর।

কোলিন্স নামক একজন স্বাধীনচিন্তাবাদী নাস্তিক (Freethinker) কোন এক জন সরলচিত্ত ব্যক্তিকে গির্জ্জায় যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

প্রঃ। তুমি কোথায় যাইতেছ?

উঃ। গির্জ্জায়, প্রভু পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য।

প্রঃ। তোমার পরমেশ্বর বৃহৎ না ক্ষুদ্র?

উঃ। মহাশয়! তিনি উভয়ই। তিনি এত বৃহৎ যে মহান্ আকাশও তাঁহার সীমা করিতে পারে না, আবার তিনি এত ক্ষুদ্র যে আমার হৃদয় মধ্যে বাস করেন!

কোলিন্স এই জ্ঞানগর্ভ বিশ্বাস এবং ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এই পণ্ডিত এক সময়ে বলিয়া গিয়াছেন যে, অবশেষে ঐ ব্যক্তির কথা তাঁহার হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

পুত্রের সৎসাহস।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া একটী বালক তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"দেখ বাবা, আমি মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে যে প্রতিজ্ঞাপত্র আছে, তাতে সই করে এসেছি! আমি যাতে প্রতিজ্ঞা বজায় রাখ্‌তে পারি, তুমি তার সাহায্য কর্‌বে ত?"

"হাঁ—নিশ্চয়ই কর্‌ব।"—পিতা উত্তর করিলেন।

"আমি আর একখানা সেই প্রতিজ্ঞাপত্র এনেছি,—তুমি তাতে সই কর্‌বে, বাবা?"

"দূর্ পাগ্‌লা! আমি যদি মদ একবারে ছেড়ে দিই, তা হ'লে যখন আমার সঙ্গী কর্ম্মচারীরা এসে একত্রে মদ খেতে বস্‌বে, তখন আমি কি কর্‌বো? সে ভারি অপ্রস্তুতে পড়্‌তে হ'বে। তা হ'লে কি আর আমার মান সম্ভ্রম থাক্‌বে?" (এই ভদ্র-লোকটী সৈনিক বিভাগে কাজ করিতেন।)

বালক বলিল,—"বাবা, একবার চেষ্টা ক'রেই দেখ না কেন?"

"থাম্, থাম্! তুই যে দেখ্‌ছি বড় বাড়িয়েছিস্?"

"আচ্ছা তা না কর,—কিন্তু আমাকে তোমাদের মদ খাবার সময় বোতল এগিয়ে দিতে বল্‌বে না ত?"

"ইস্! ভারি যে আগ্রহ দেখ্‌ছি!—ভাল, তোকে যাতে মদের বোতল ছুঁতে না হয়, তা ক'র্‌বো।"

ইহার পর কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আর একদিন সন্ধ্যার সময় দুইজন সৈনিক কর্ম্মচারী বাটীতে আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার পর তাঁহারা নূতন মদ পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন গৃহস্থের

সে মদ ঘরে ছিল না; পিতা পুত্রকে নিকটস্থ মদের দোকান হইতে কয়েক বোতল মদ আনিতে আদেশ করিলেন। পুত্র সসম্ভ্রমে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল,—দোকানে গেল না।—'কেন কি হয়েছে,—যা' না, ওখানে গিয়ে কয়েকটা বোতল পাঠিয়ে দিতে ব'লে আয়।'—এই বলিয়া পুনরায় আদেশ করাতে বালকটী ক্ষুণ্ণ মনে সেই মদের দোকানে গেল, কিন্তু একটু পরেই ফিরিয়া আসিল। হাতে বোতল নাই দেখিয়া পিতা মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই রে,—বোতল কই?" সভয়ে ধীরে ধীরে উত্তর হইল;—"আমি মদের বোতল চাইতে দোকানী বোতলগুলি এনে বাইরে রেখে আমাকে নিয়ে আস্তে বল্লে। আমি কিন্তু মদ ছুঁতে পাল্লাম না। বাবা, রাগ ক'রো না! আমি বলে এসেছি, তারা মদ পাঠিয়ে দেবে এখন। আমি নিজে কোন মতে আন্তে পাল্লাম না।"

পুত্রের বিনীত তিরস্কারের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সেই সুরাসক্ত পিতার চৈতন্য হইল,—তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। সহসা অতিথিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বল্লিলেন,—"দেখুন মহাশয়! আপনারা সব শুন্লেন ত? আপনাদের যাহা ইচ্ছা হয় করুন। মদ এলে, আপনারা খেতে ইচ্ছা হয় খাবেন; কিন্তু এর পর আমার বাড়ীতে আর এক ফোঁটা মদ কেহ পাবেন না, আর আমি আজ হতে এক বিন্দু মদ মুখে দেব না!"—তার পর সকলের সাক্ষাতে পুত্রকে সেই মাদক-নিবারক প্রতিজ্ঞাপত্র আনিতে বলিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া পুত্র সানন্দ চিত্তে পিতার নিকটে

ফিরিয়া আসিল। তিনি তদ্দণ্ডেই তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া জন্মের মত সুরাপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করিলেন! পুত্রের সৎসাহসে পিতার উদ্ধার হইল।

তাহার পর সেই দোকান হইতে মদ আসিয়া পৌছিল,—কিন্তু বোতলগুলি যেমন তেমনি টেবিলের উপর সাজান রহিল,—কেহ স্পর্শও করিল না!

কন্যা দ্বারা পিতার চৈতন্য লাভ।

এ বিশ্ব সংসারে ভগবান্ যেরূপ সামান্য বস্তু হইতে মহৎ ফল উৎপন্ন করেন, তাহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলে সহৃদয় ভাবুক মাত্রেই যে স্তম্ভিত ও অবাক্ হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি! অনেক সময় তিনি অবোধ শিশুর দ্বারাও ঘোর সংসারী ধর্ম্ম-বিহীন পিতার চৈতন্য উৎপাদন করিয়া থাকেন। আমরা নিম্নে একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কিছু দিন হইল, বিলাতে একটী ধনাঢ্য ভদ্রলোক বাস করিতেন। এই ব্যক্তি নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি ধর্ম্ম ও সকল ঐশ্বর্য্যের মূল যিনি, তাঁহার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন। সংসার ও বিষয়কার্য্যে এত ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং ঐ সকলকে এত সার বলিয়া মনে করিতেন যে, ধর্ম্মচিন্তা কখন স্বপ্নেও তাঁহার মনে আসিত না। এক দিবস সন্ধ্যার সময় তিনি কর্ম্মস্থান হইতে বাটীতে আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনানন্তর বিশ্রাম করিতে করিতে তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা কন্যাকে নিকটে ডাকিলেন। বালিকা পিতার অহ্বান শুনিবা-মাত্রেই আনন্দে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার গলদেশ ধারণ করিল।

পিতা কন্যার মুখচুম্বন করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বালিকা পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা, আমি যদি তোমার মত বড় হ'তাম, তা' হ'লে ভাল হ'ত!" ভদ্রলোকটী বালিকার এই-রূপ জিজ্ঞাসা করিবার কারণ অবগত হইতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমার মত বড় হ'লে তোমার ভাল হ'ত কেন?" বালিকা তদুত্তরে বলিল, "বাবা, আমরা ছোট, তাই আমাদের বিদ্যালয়ে গিয়া প্রার্থনা কর্‌তে হয়,—কিন্তু যদি আমি তোমার মত বড় হ'তাম, তা'হ'লে ত আমার প্রার্থনা কর্‌তে হ'ত না, কারণ বাবা তুমি ত কখন প্রার্থনা কর না? বোধ হয় তুমি আমার মত যখন ছোট ছিলে, তখন প্রার্থনা কর্‌তে?" বালিকার এই কয়েকটী সরল কথা পিতার হৃদয় ভয়ানক আন্দোলিত করিয়া দিল। যে হৃদয় শত শত ধর্ম্মোপদেশে বিচলিত হয় নাই, তাহা এই সামান্য কারণ হইতে আত্মচিন্তায় এবং পূর্ব্বস্মৃতিতে অস্থির হইয়া পড়িল! পিতা সেই দিন হইতে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের ভিখারী হইলেন, এবং নিজ প্রাণ দয়াময় পরমেশ্বরের চরণে জন্মের মত সমর্পণ করিলেন।

একজন শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা।

একটী বীজকে সামান্য বলিয়া যে উপেক্ষা করে, সে অত্যন্ত নির্ব্বোধ। কালে সেই এক বীজ হইতে সমস্ত দেশ বৃক্ষপূর্ণ হইতে পারে। একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উপযুক্ত দ্রব্যে পড়িলে বড় বড় গ্রাম নগর ভস্মীভূত করিতে পারে। সেই-

রূপ একটী উপদেশ বাক্য একজনের হৃদয়ে পতিত হইয়াও শত শত হৃদয় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারে। নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা তাহার একটী দৃষ্টান্তস্থল।

আমেরিকা দেশের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য ডাক্তার লিম্যান্ বীচার্ একদা কোন ক্ষুদ্র গ্রামের গির্জ্জায় উপদেশ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তথায় যাত্রা করেন। সেদিন অত্যন্ত দুর্য্যোগ হইয়াছিল। তখন শীতকাল, পথে বরফ জমিয়া যাওয়াতে পথ সকল অত্যন্ত দুর্গম হইয়াছিল। তথাপি তিনি সেই দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া অশ্বচালনা করিয়া অতি কষ্টে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং একখানি চালায় ঘোটক বাঁধিয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্য উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তখনও কেহ উপাসনাস্থলে উপস্থিত হয় নাই। আচার্য্য কিয়ৎক্ষণ এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বেদীতে বসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দ্বার খুলিয়া এক ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং চারিদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উপাসকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটী আসনে উপবেশন করিল। ক্রমে উপাসনার সময় উপস্থিত হইল। আচার্য্য একবার ভাবিলেন একজন মাত্র শ্রোতা লইয়া উপাসনা করিবেন কি না, কিন্তু শীঘ্রই সে বিষয়ের মীমাংসা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সেই একজনকে উপলক্ষ করিয়াই তিনি একে একে গান, প্রার্থনা, উপদেশ প্রভৃতি সকল কার্য্য নিজেই সমাধা করিলেন। উপাসনার পর আচার্য্যের সহিত উপাসকমণ্ডলীর কিয়ৎক্ষণ ধর্ম্মালাপ করিবার রীতি আছে। ডাক্তার বীচার্ সেই উদ্দেশ্যে উপাসনান্তে বেদী হইতে নামিয়া সেই একমাত্র উপাসকের

সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে আসিলেন; কিন্তু আসিয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি চলিয়া গিয়াছে।

এই ঘটনার কুড়ি বৎসর পরে একদা ডাঃ বীচার্ ওহিও প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী সুন্দর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে একজন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া, তাঁহার নাম ধরিয়া সম্ভাষণ করিলেন। ডাক্তার বীচার্ বলিলেন, "আমি আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না।" তখন সেই ব্যক্তি বলিলেন, "তাহা হইতে পারে; কিন্তু কেবল আপনি ও আমি এক দিন রাত্রে অত্যন্ত দুর্য্যোগের সময় এক গৃহে দুই ঘণ্টা কাল কাটাইয়াছিলাম।" বৃদ্ধ পাদ্রি বলিলেন, "আমার ত স্মরণ হইতেছে না। কবে বলুন দেখি?" "কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আপনি অমুক গ্রামের গির্জ্জায় একজন মাত্র লোককে লইয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ আছে কি?"

তখন পাদ্রি বীচার্ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন "হাঁ, হাঁ, সে কথা আমার বেশ মনে আছে। আর আপনিই যদি সেই ব্যক্তি হন, তবে জানিবেন সেই অবধি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি একান্ত উৎসুক ছিলাম।"

ঐ ভদ্রলোকটী বলিলেন, "আমিই সেই ব্যক্তি। আপনার সেই উপদেশ আমার আত্মাকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে ধর্ম্মপ্রচারক করিয়াছে! ঐ আমার উপাসনামন্দির দেখা যাইতেছে। আপনার সেই উপদেশের প্রভাবে আজি ওহিও প্রদেশ ব্যাপিয়া শত শত লোকের হৃদয় ধর্ম্মের দিকে ফিরিয়া গিয়াছে!"

শিশুর প্রার্থনা।

একজন লোক কুসঙ্গে পড়িয়া অসচ্চরিত্র হইয়া যায়। একদিন সে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময়ে তাহার অল্পবয়স্কা এক কন্যা জানালার নিকট জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতেছিল;—"হে ঈশ্বর! পিতার মন মন্দ পথ হইতে ফিরাইয়া দাও; তাঁহার চরিত্র পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া দাও; মা'র বিষণ্ণ মুখ প্রফুল্ল কর; তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক্!" এই সময়ে তাহার মাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া কন্যার প্রার্থনা শুনিতে পাইলেন, এবং আস্তে আস্তে তাহার পিতাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "শুন, মিলি কি প্রার্থনা করিতেছে।" কন্যা পুনরায় প্রার্থনা করিতে লাগিল,—"হে ঈশ্বর! পিতা যাহাতে আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভালবাসেন এবং মন্দ পথ পরিত্যাগ করেন, এমন আশীর্ব্বাদ কর।" তাহার মাতা আর হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রিয়তম, আমরা একত্রে যে দুঃখ ভোগ করিয়াছি, আমাদের বিবাহের সময় তুমি যে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছ, এবং আমাকে এককালে যে ভালবাসা দিয়াছ, তাহার দোহাই, তুমি এই শিশুর জীবনকে দুঃখভারাক্রান্ত করিও না। এস, আমরা আবার সুখে দিন কাটাই।" তখন ঐ ব্যক্তির বিবেক তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল; তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং সে বলিয়া উঠিল, "ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমার জন্য আর তোমাদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে না।" বলা বাহুল্য যে, সে তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল।

উপাসনাশীল বালক।

টণ্টন্ নামক স্থানে রেভারেণ্ড টি, রীভার্ নামে একজন ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন আট বৎসর, তখন হইতে তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হইয়াছিল, এবং নির্জ্জনে উপাসনা না করিলে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। একদিন কোনও কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাদের বাটীতে অনেক লোক জন আসিয়াছিল। এই জন্য তিনি উপাসনা করিবার উপযুক্ত স্থান পান নাই। কিন্তু উপাসনা ভিন্ন তিনি থাকিতে পারেন না। বিষম সঙ্কটে পড়িয়া তিনি, অবশেষে পশম রাখিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র কুটরী ছিল, তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অন্ধকার গৃহে বসিয়া প্রথমে তাঁহার একটু ভয় ভয় করিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই উপাসনার আনন্দে সকল ভয় বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় একদিন তাঁহার পিতার এক বন্ধু তাঁহাদের বাটীতে রাত্রিযাপন করেন। ঐ ব্যক্তি শয়ন করিলে পর বালক রীভার্ আসিয়া তাঁহার দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করাতে রীভার্ নম্রভাবে তাঁহাকে বলিল যে, তাঁহার শয়নগৃহের অন্যদিকে একটী নির্জ্জন গৃহ আছে, উপাসনার জন্য তিনি তথায় যাইতে ইচ্ছা করেন। এই কথা শুনিয়া অতিথির চৈতন্য হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "আমি জীবনে কখনও উপাসনা করি নাই, আর এই বালক কি না উপাসনার জন্য নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতেছে!" এই ঘটনা হইতে তাঁহার চিন্তার স্রোত সেই দিকে ফিরিল, এবং অল্পদিনের মধ্যে তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সত্যনিষ্ঠা।

ব্রাহ্মণ ও চর্ম্মকার।

(যতো ধর্ম্মস্ততো জয়:)

সত্য কখনও গোপন করিয়া রাখা যায় না। ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয় হইবেই হইবে। এ পৃথিবীতে অনেক সময় অধার্ম্মিক লোককে ধনসমৃদ্ধি লাভ করিতে ও ধার্ম্মিক লোককে নানাবিধ সাংসারিক কষ্ট পাইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কখনই মনে করা উচিত নহে যে, অধর্ম্মের জয় হয়, ধর্ম্মের জয় হয় না। যদি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, বাস্তবিক সুখী কে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে, ধার্ম্মিক লোক নানা প্রকার সাংসারিক কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও প্রাণের মধ্যে যে শান্তি ভোগ করেন, অধার্ম্মিক লোক হাজার ধনজনে বেষ্টিত হইয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না। তাহার মন অনেক প্রকার দুর্ভাবনা, অশান্তি ও মনস্তাপে দগ্ধ হইতে থাকে। মৃত্যুকালে ধার্ম্মিক ব্যক্তি শান্ত মনে ও নির্ভয়ে ইহ-লোক ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু অধার্ম্মিকের তখনকার যন্ত্রণা দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই ত গেল এক দিকে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়। ধার্ম্মিকের প্রাণে স্বর্গের সুখশান্তি, অধার্ম্মিকের হৃদয়ে নরকের কষ্টযন্ত্রণা। কিন্তু এতদ্ভিন্ন ইহ সংসারেই অনেক সময় প্রথমতঃ অধর্ম্মের জয়

হইলেও, পরিণামে ধর্ম্মকেই জয়যুক্ত হইতে দেখা যায়। নিম্ন-লিখিত গল্পটী তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ।

এখন যেমন নানা দেশ বিদেশ হইতে লোকে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া বাস করে, সে কালে যখন ভারতবর্ষে মোগল বাদসাহগণের একাধিপত্য ছিল, তখন সেই-রূপ ভারতের নানা স্থান হইতে অনেক লোক রাজসরকারে কর্ম্ম করিবার জন্য দিল্লী সহরে গিয়া বাস করিত। বঙ্গের কোনও ব্রাহ্মণ সন্তান এইরূপে অর্থোপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত মোগল রাজধানীতে গমন করেন। একটী সামান্য চাকরি পাইয়া তিনি সেখানে বহুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বেতন অল্প হইলে কি হয়, বৈধ অবৈধ নানা উপায়ে ব্রাহ্মণ বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু তিনি অনেক ধন সঞ্চয় করিয়া-ছেন, এ কথা বাদসাহ বা তাঁহার কোন ওমরাও জানিতে পারিলে পাছে তাঁহাকে ধনে প্রাণে নষ্ট হইতে হয়, এই ভয়ে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দরিদ্রের ন্যায় কাল যাপন করিতেন। চাকর বা অন্য লোকজন অধিক রাখিতেন না। একটী মাত্র বিশ্বাসী ভৃত্য দেশ হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহাকেই অব-লম্বন করিয়া নিজে রন্ধনাদি কার্য্য সমাধা করিতেন। অন্য লোকজন বা আস্‌বাবের মধ্যে তাঁহার একজন আরদালি, একটী ক্ষুদ্রকায় ঘোটক ও তাহার জন্য একজন সহিস্‌ মাত্র ছিল। এইরূপ দরিদ্রভাবে দশ বার বৎসর বিদেশে থাকিয়া ব্রাহ্মণ সেকালের পক্ষে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। অতঃপর আর বিদেশে থাকার প্রয়োজন নাই দেখিয়া, তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া স্বদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তখন এ কালের মত রেলওয়ে ছিল না। পথে দস্যুভয়ও বিলক্ষণ প্রবল ছিল। সুতরাং বিশেষ সাবধান হইয়া না গেলে এত কষ্টে উপার্জ্জিত ধন সমস্ত নষ্ট হইতে পারে এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, পথভ্রমণের সুবিধার জন্য ইতিপূর্ব্বে তাহাতে মোহর গাঁথাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে গোপনে একজন বিশ্বাসী মুচিকে ডাকাইয়া তাহাকে একটী জিন্ প্রস্তুত করিতে, এবং তাহার মধ্যে তুলা দিয়া থাকে থাকে সেই সকল মোহর সাজাইয়া দিতে বলিলেন। আর,তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া প্রতিশ্রুত করাইয়া লইলেন যে,এ সকল কথা প্রাণান্তে কাহারও নিকট প্রকাশ না করে। এইরূপে জিন্ প্রস্তুত হইলে, বাহিরে সামান্য যে কিছু অর্থ ছিল তাহা লইয়া ব্রাহ্মণ অশ্বপৃষ্ঠে সেই জিন্ দিয়া তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক আরদালি, সহিস্ ও ভৃত্য সঙ্গে স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে বুঝিতে পাবে? এত কষ্টে সঞ্চিত ও এত যত্নে রক্ষিত অর্থ, পাপের ধন বলিয়াই হউক্ বা যে কারণেই হউক্ ব্রাহ্মণের ভোগে আসিল না। বাটী পঁহুছিতে আর তিন চারি দিন মাত্র বিলম্ব আছে, এমন সময়ে ভয়ানক দস্যুর হস্তে ব্রাহ্মণকে প্রাণ হারাইতে হইল। সে দস্যু মানুষ নহে, স্বয়ং কাল। পথে এক চটিতে আসিয়া ব্রাহ্মণের ওলাউঠা হইল। তখন একে একালের মত চিকিৎসা প্রণালী ছিল না, তাহাতে আবার বিদেশে পান্থনিবাসে চিকিৎসক আরও দুর্লভ। সুতরাং তাঁহাকে পথেই প্রাণ হারাইতে হইল। ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাই-

বেন না। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী দেখিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু! আমি ত চলিলাম। আমার সঙ্গে যে দুইশত টাকা আছে তাহার মধ্যে পঞ্চাশ টাকা তোমরা তিন জনে লইও। বাকি দেড়শত টাকা আমার মাকে দিও। তাহাতে তাঁহার ও আমার স্ত্রী পুত্রের কিছু দিন চলিতে পারিবে। আর ঘোড়াটী বিক্রয় করিলেও ত্রিশ চল্লিশ টাকা হইতে পারিবে। কিন্তু আমার অন্তিম কালের একটী অনুরোধ তাহাদিগকে রাখিতে বলিও। যে নূতন জিন্‌টী প্রস্তুত করাইয়াছি তাহা আমার বড় সখের জিনিস। এটী যেন কোনও রূপ হাত ছাড়া না করিয়া আমার স্মরণার্থ রক্ষা করেন।" ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, ভৃত্য যতই কেন বিশ্বাসী হউক না, জিনের মধ্যে এত মোহর আছে শুনিলে যদি লোভ সম্বরণ করিতে না পারে, তবে কোনও প্রকারে জিন্‌টা বাটীতে পহুছিলে, কালে তাঁহার পরিবার কেহ তাহার মধ্যস্থ গুপ্ত ধনের সন্ধান পাইলেও পাইতে পারে, এই আশায় তিনি ভৃত্যের দ্বারা বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, যেন জিন্‌টা কোনও ক্রমে হাত ছাড়া করা না হয়।

প্রভুভক্ত ভৃত্য প্রভুর অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। অশ্রুজলে তাহার পরিধানের বসন সিক্ত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ তাহাকে নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি অত অধীর হইও না। বিধিলিপি খণ্ডন করে কার সাধ্য?" এই কথা বলিতে বলিতে ক্রমে ব্রাহ্মণের হস্তপদ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল, নাড়ী ক্ষীণ হইয়া আসিল ও অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

ভৃত্য তখন শোক সংবরণ করিয়া ব্রাহ্মণের সৎকারের আয়োজনে নিযুক্ত হইল, এবং তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করিয়া, সহিস ও আরদালিকে তাহাদের অংশের অর্থ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় দিল এবং অশ্বের লাগাম ধরিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। ভৃত্য ব্রাহ্মণের বাটীর নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে আরোহীশূন্য অশ্ব লইয়া আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের মাতা ও স্ত্রী সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শোকের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে,ভৃত্য তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত দেড়শত টাকা ও তাহার নিজের অংশের সমস্ত অর্থ দিল। ও জিন্ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের শেষ অনুরোধ জানাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী গমন করিল।

ভৃত্য যে টাকা দিয়াছিল ও ঘোড়াটী বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাওয়া গেল, তাহাতে ব্রাহ্মণের মাতা ও স্ত্রীপুত্রের কিছু দিন চলিল। অবশেষে অর্থাভাবে তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মণের স্ত্রী বলিলেন, "এখন ত আমরা অন্নাভাবে মারা যাই। ও জিন্‌টা রাখিয়া আর কি হইবে? উহা বিক্রয় করিলে তবু দুই পাচ দিন চলিতে পারে।" কিন্তু পুত্রের অন্তিমকালের অনুরোধ স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণের মাতা তাহাতে কোনও ক্রমে সম্মত হইলেন না।

এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেলে,তাঁহাদের প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের কুটুম্বালয়ে যাইবার প্রয়োজন হইল। সেখানে একটু বড় মানুষী দেখাইবার জন্য তিনি কোনও বন্ধুর নিকট হইতে একটী অশ্বের যোগাড় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার জিন্ ছিল

না। তখন তিনি জিনের অনুসন্ধানে এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বোক্ত পুত্রহীনা ব্রাহ্মণীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং দুই চারি দিনের জন্য তাঁহাদের জিন্‌টী লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। জিন্‌টী পাছে হাত ছাড়া হয় এই ভয়ে বৃদ্ধা এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, জিন্‌টী অনেক দিন ঘরে পড়িয়া থাকাতে ইন্দুরে কাটিয়া নষ্ট করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া ঐ প্রতিবেশী বলিলেন যে,তিনি উহা সারাইয়া লইবেন; একে প্রতিবেশী,তাহাতে আবার বৃদ্ধার পুত্রের সহিত ইহাঁর বিশেষ প্রণয় ছিল, সুতরাং বৃদ্ধা অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তাহার উপর আবার তাঁহার পুত্রবধূ বলিলেন, "বেশ ত জিন্‌টা মেরামত হইয়া আসিবে। আর দুই চারিদিনের জন্য বৈ ত নয়; তাহাতে আর বিশেষ ক্ষতি কি?" বৃদ্ধা অগত্যা সম্মত হইলেন।

ব্রাহ্মণ জিন্ লইয়া সারাইবার জন্য এক চর্ম্মকারের বাটীতে দিয়া আসিলেন। সারিবার সময় জিন্‌টী নাড়াচাড়া করাতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটী ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটা মোহর বাহিরে পড়িয়া গেল। তখন চর্ম্মকার কৌতূহলপরবশ হইয়া জিনের মাঝের সেলাই কাটিয়া ফেলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে থাকে থাকে মোহর সাজান রহিয়াছে! পাছে মোহর দেখিয়া তাহার স্ত্রীর লোভ হয়, এই ভয়ে চর্ম্মকার তাহার কার্য্যালয় ও ভিতর বাটীর মধ্যে যে দরজা ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া, মোহরগুলি গণিয়া একটী ভাঁড়ে রাখিল; পরে ভাঁড়টী এক গুপ্তস্থানে রাখিয়া ব্রাহ্মণের অন্বেষণে বাহির হইল।

চর্ম্মকার ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাইয়াই, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর! জিন্‌টী কি তোমার?" ব্রাহ্মণ ভিতরের সংবাদ কিছুই জানিতেন না, কিন্তু চর্ম্মকারের নিকট পাছে মানের হানি হয় এই আশঙ্কায় বলিলেন, "আমার নয়ত আবার কাহার? ও আমারই জিন্।" তখন সে বলিল, "জিনের মধ্যে পাঁচশত মোহর ছিল। আপনার জিনিস আপনি লইবেন আসুন।" ব্রাহ্মণ লোভে অন্ধ হইয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার সঙ্গে চলিলেন। মুচি তাঁহাকে নিজ কার্য্যালয়ে লইয়া গিয়া একটী একটী করিয়া পাঁচশত মোহর গণিয়া দিল। ব্রাহ্মণ সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

চর্ম্মকারের চক্ষে ব্রাহ্মণের এরূপ আগ্রহাতিশয় বড় ভাল লাগিল না। ব্রাহ্মণের আকার প্রকার ও ব্যবহার দেখিয়া তাহার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। অবশেষে এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, জিন্ ও মোহর কখনই ঐ ব্রাহ্মণের নহে। তখন সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "হায়! কাহার ধন কাহাকে দিলাম! কাহার ভয়ানক সর্ব্বনাশ করিলাম! যাহা হউক, যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া যাহার ধন তাহাকে দেওয়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে।" এই ভাবিয়া সে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া অতি সংগোপনে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ যাহাতে জানিতে না পারে এই ভাবে সে এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিতে লাগিল, ও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কাহারও বাটীতে জিন্ আছে কি না। অবশেষে ঐ বৃদ্ধার বাটীতে

উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, "হাঁগো বাছা ! আমাদের বাড়ীতে একটা পুরাতন জিন্ ছিল, অমুক লইয়া গিয়াছে।" তখন চর্ম্মকার অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধা ও তাঁহার পুত্র-বধুর চমক হইল। এতদিনে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, কেন ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে অনুরোধ করিয়াছিলেন, জিন্টী যেন হাতছাড়া না হয়। তাঁহারা ব্যাকুল ভাবে চর্ম্মকারকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, "কাজির কাছে নালিশ করুন। আমি সাক্ষ্য দিব। তাহার পর যাহা হয় হইবে।"

ওদিকে বৃদ্ধার প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ প্রত্যহ মুচিকে জিনের জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন। এতদিন মুচির অবসর ছিল না, আজি কালি করিয়া বিলম্ব করিতেছিল। ক্রমে অনুসন্ধান সকল হইলে সে জিন্ সারিয়া ব্রাহ্মণকে দিল। ব্রাহ্মণ অশ্বারোহণে কুটুম্বালয়ে গমন করিলেন।

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের নামে কাজির নিকট নালিশ করিলেন; কাজি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন। ব্রাহ্মণ কুটুম্বালয় হইতে অপমানে মস্তক নত করিয়া কাজির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আদ্যোপান্ত সকল শ্রবণ করিয়া সমস্ত কথা অস্বীকার করিলেন। বৃদ্ধার পক্ষে সাক্ষী একমাত্র চর্ম্মকার। একজন সাক্ষীর কথায় আর কি হইবে? ব্রাহ্মণের দোষ সপ্রমাণ হইল না। বৃদ্ধা হতাশ্বাস হইয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সেই মুচির উপস্থিত বুদ্ধি যোগাইল। সে কাজির নিকট নিবেদন

করিল, জিন্‌টী কাহার তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়। ব্রাহ্মণ স্বীকার করিলেন যে, জিন্‌টী বৃদ্ধার। তখন মুচি প্রার্থনা করিল যে জিন্‌টী বিচারালয়ে আনাইবার আজ্ঞা হয়। কাজির আদেশে জিন্ তৎক্ষণাৎ আনীত হইল। মুচির হস্তে অস্ত্র ছিল; সে সর্ব্ব সমক্ষে জিন্‌টী কাটিয়া ফেলিয়া কাজিকে দেখাইল যে, তাহার অভ্যন্তরস্থ তুলার মধ্যে মোহর সাজাইবার দাগ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের মুখ চূর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হইল। ব্রাহ্মণ তখন নিরুপায় হইয়া নিজের দোষ স্বীকার করিলেন। তাঁহার গৃহ অনুসন্ধান করিয়া প্রায় সমস্ত মোহর পাওয়া গেল। দুই একটী মাত্র তিনি কুটুম্বালয়ে বড় মানুষী দেখাইবার জন্য খরচ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা অবশিষ্ট সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং মুচিকে পুরস্কার দিতে গেলেন। সে বলিল "যাহার ধন তাহাকে যে দেওয়াইতে পারিলাম ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।" এই বলিয়া সে এক পয়সাও গ্রহণ করিল না। প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণ কাজির নিকট হইতে উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন। অধর্ম্মের পরাজয় ধর্ম্মের জয় হইল।

এই আখ্যায়িকা হইতে আর একটী এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, উচ্চ বংশে জন্মাইলেই ভদ্র ও সচ্চরিত্র লোক হওয়া যায় না। কে না বলিবে যে, ঐ দরিদ্র চর্ম্মকার নীচ কুলোদ্ভব হইলেও তার চরিত্র ঐ প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণের চরিত্র অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ? তাঁহার হৃদয় অপরের হৃদয় অপেক্ষা শতগুণে উন্নত? অতএব কেবল বংশ মর্য্যাদা অনুসারে কেহ শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে না। উচ্চ বংশে জন্মাইলেই লোকের চরিত্র উন্নত

হয় না, আর নীচ বংশে জন্মাইলেই তাহার অন্তঃকরণ নীচ হয় না। বরং অনেক স্থলে যাহাদিগকে চাষাভূষো বা ছোট লোক বলিয়া অবজ্ঞা করা হয় তাহাদিগের মধ্যে অধিক ধর্ম্মভয় ও সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে লিখিত আছে, যাহার সদ্‌গুণ আছে সেই ব্রাহ্মণ, যাহার সদ্‌গুণ নাই সেই শূদ্র। বৈষ্ণব শাস্ত্রে লিখিত আছে, চণ্ডালও যদি সচ্চরিত্র ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্ হয়, তবে সে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, নীচ জাতীয় বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। ঈশ্বরের চক্ষে সাধুতারই আদর অধিক। তুমি উচ্চ বংশোদ্ভবই হও, আর সুশিক্ষিতই হও, তোমার চরিত্র যদি মন্দ হয়, তোমার অন্তঃকরণ যদি নীচ হয়, তাহা হইলে তুমি পশু অপেক্ষাও অধম। আর যদি তোমার ধর্ম্মভয় থাকে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকে, চরিত্রে সাধুতা থাকে, যদি তোমার অন্তঃকরণ মহৎ হয় ও তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকে, তবে তুমি নীচ কুলোদ্ভব, দরিদ্র ও অশিক্ষিত হইলেও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

কি অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা!

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার নিকটে কোন একটী গ্রামে একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। ইঁহার নাম গ্রামের সকল লোকেই জানেন, কিন্তু তখন এখনকার ন্যায় সংবাদপত্রের ছড়াছড়ি ছিল না। কেহ কোন সৎকার্য্য করিলে তখন এখনকার মত চারিদিকে প্রচারিত হইত না, তবুও ইঁহার

সাধুতা ও সৎকার্য্য সকল তখনকার ভদ্রসমাজে অনেক পরিমাণে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহাঁকে কলিকাতার নিকটস্থ সকল গ্রামের ভদ্রলোকেই একজন সাধুপুরুষ বলিয়া জানিতেন। আজও তাঁহার অনেক সাধুকীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। এই ত্রিশ চল্লিশ বৎসর গত হইয়াছে আজও তাঁহার সদ্গুণ সকলের মহিমা গ্রামের অনেক লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়।

ইহাঁর চারিটি পুত্র ছিল; তন্মধ্যে বড়টি মুন্সেফ ও পরে সদরালা হইয়াছিলেন। জমিদারি করিতে গেলে যে সকল উপায় গ্রহণ করিতে হয় তাহা ইহাঁর এই পুত্রই বেশ বুঝিতেন। পিতাকে নিতান্ত সাত্বিক ভাবাপন্ন দেখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র (উক্ত মুন্সেফ বাবু) বিষয়ের ভার নিজ হস্তে লইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে কোন প্রজার সহিত একটী জমি লইয়া গোল হওয়াতে একটী মকদ্দমা উপস্থিত হয়; ঐ মকদ্দমা চালাইতে জ্যেষ্ঠ পুত্র গুটিকতক সত্য বিরুদ্ধ কার্য্য করেন। মকদ্দমা যখন বিচারাধীন হয় তখন প্রজারা পিতাকে সাক্ষী মানিল, এবং কহিল, "উনি যদি বলেন ত আমরা এ সকল সর্ত্তে সম্মত হইব।" পরে কর্ত্তাকে আদালতে হাজির হইবার জন্য সমন আসিল। বৃদ্ধ পূর্ব্বে এ সব কিছু জানিতেন না। হঠাৎ সমন আসিয়াছে শুনিয়া একেবারে জড়সড় হইলেন। তখনকার লোকেরা আদালতে সাক্ষী দিতে যাইতে অত্যন্ত নারাজ ছিলেন, কিন্তু মকদ্দমাটি নিতান্ত প্রজাদের পক্ষে অনিষ্টকর জানিয়া সত্যের অনুরোধে তিনি সাক্ষী দিতে যাইবেন স্থির করিলেন। বড় ছেলে তাঁহাকে কত রকমে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন এবং তিনি সাক্ষ্য দিলে যে বড় ছেলে অসত্য অপরাধে সাজা পাইবে

তাহাও বুঝাইলেন। তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না; একটী মাত্র কথা বলিয়াছিলেন,—"আমি আমার বাড়ীতে অসত্যকে প্রশ্রয় দিব না।" ছেলে কি করেন, বাপ্ আদালতে হাজির হইবেনই দেখিয়া বিচারকর্ত্তার সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বিচারকর্ত্তাও জানিতেন—পরে বৃদ্ধ একখানি মোটা থান পরিয়া, এক মের-জাই গায়ে দিয়া, একখানি মোটা উড়ানি লইয়া,চটি জুতা পায়ে দিয়া আদালতে উপস্থিত হইলেন। বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, আপনার ছেলে যে এই প্রজাগুলির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছে ইহা কি সত্য?"—বৃদ্ধ অম্লানবদনে উত্তর করিলেন "আমিত সত্য ব'লে জানি না। রামকমল কি কর্চেন কিছু বুঝি না। আমি যতদূর জানি উনি মিথ্যা সাজাইয়াছেন।"—বিচারক, "সে কি? ঠিক্ করে বলুন, আপনি ইহা মিথ্যা বলিলে আপনার ছেলের বিশেষ অনিষ্ট হইবে।" বৃদ্ধ,—"ও আমার ছাওয়াল! ওঁর জন্যে কি আমি ধর্ম্ম নষ্ট করিব নাকি?" বিচারক অবাক্! প্রজাগণ আনন্দে উৎফুল্ল, আদালত শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত! বৃদ্ধের এই বাক্য যেন সকলকে এক অপূর্ব্বভাবে মগ্ন করিল। ছেলে অধোবদন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; বিচারক দেখিলেন মকদ্দমা ত সম্পূর্ণ মিথ্যা। বৃদ্ধের সাধুতাতে মোহিত হইয়া তিনি মকদ্দমা ডিস্মিস্ করিলেন।

এই বৃদ্ধের ন্যায় সত্যানুরাগ না হইলে যে প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারা যায় না, তাঁহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সত্যের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ না থাকিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রাণ শূন্য হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম যে বিত্ত হইতে, পুত্র হইতেও প্রিয়, তাহা ইহাঁদের

ন্যায় সাধুবাই জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। আমাদের সম্মুখে এমন সাধু-দৃষ্টান্ত কত আসিতেছে কত যাইতেছে কিন্তু আমরা যে অসাড় সেই অসাড় হইয়া রহিলাম—কবে আমরা সত্যকে, ধর্ম্মকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতে পারিব!

নিশঙ্খের সত্যপ্রিয়তা।

পূর্ব্বকালে শঙ্খ ও নিশঙ্খ নামে দুই সহোদর, তাপস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। দুইটী ভাই অতি নির্জ্জন মনোহর তপস্যার অনুকূল দুইটী স্থান নির্ব্বাচন করেন। স্থান দুইটী স্ব স্ব নিকটবর্ত্তী। একটী প্রবাহিণীর একপার্শ্বে ও অপরটী অপর পার্শ্বে অবস্থিত। তথায় জন মানবের সমাগম নাই; কেবল প্রকৃতিই সঙ্গিনী। তথায় বিলাস সামগ্রীর মধ্যে পুষ্প পত্র; যদিও সে স্থানে গান বাদ্যের অভাব বটে কিন্তু পক্ষীগণ ও নির্ঝরিণী সে অভাব পূরণ করিতেছে। খাদ্য দ্রব্য স্বভাবজাত ফল মূলাদি। এই সকল আয়োজন লইয়া তাঁহারা জীবিকানির্ব্বাহ পূর্ব্বক দিন রাত্রি পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর একদিন ছোট ভাই নিশঙ্খ দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দাদা ঘরে নাই; অনেক্ষণ দাদার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দাদা আর গৃহে ফিরিলেন না, ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল; তখন ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তপস্বীর গৃহে খাদ্য বস্তুর অভাব, ইহা বলা বাহুল্য। মানব

স্বভাব যখন যাহার অভাব বোধ করে তখনই তাহার লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। নিশঙ্খ গৃহে কিছু খাদ্য বস্তু না পাইয়া বাহিরে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, নিকটবর্ত্তী আশ্রম বৃক্ষে অতি সুন্দর পক্ক ফল রহিয়াছে। দাদার গৃহ জ্ঞানে ক্ষুধার্ত্ত নিশঙ্খ ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া সেই ফল পাড়িয়া আহার করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শঙ্খ গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ছোট ভাই তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত! তখন তাহার সঙ্গে মঙ্গলামঙ্গল আলাপ করিতে লাগিলেন, তাহার পর আহারাদির কথা হইতে লাগিল, তখন নিশঙ্খ বলিলেন, "দাদা, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল এবং দেখিলাম আপনার আশ্রম বৃক্ষে সুপক্ক ফল রহিয়াছে, আমি তাহা পাড়িয়া আহার করিয়াছি।" শঙ্খ তাহা শুনিয়া বলিলেন, "দেখ নিশঙ্খ, পরের বস্তু না বলিয়া গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়, অতএব তুমি না বলিয়া যে ফলাহার করিয়াছ ইহাতে তোমার চুরি করার অপরাধ হইয়াছে। রাজবিধি, কি সমাজ বিধি বিরুদ্ধ কোন কাজ করিলে যদি রাজার কিম্বা সমাজের তাহার শাসনের কোন ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে অপরাধীর উচিত, সে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহার অপরাধ রাজাকে জানাইয়া শাস্তি গ্রহণ করে, তজ্জন্য বলিতেছি নিশঙ্খ, তুমি রাজবিধি বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছ, এখন রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া ইহার শাস্তি গ্রহণ কর।" এই কথা শুনিয়া নিশঙ্খের মনে অত্যন্ত আত্মগ্লানি ও অনুতাপ উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া নিজের অপরাধ জানাইয়া শাস্তিপ্রার্থী হইলেন। রাজা তাঁহার পরিচয় লইয়া, তাঁহাকে

ক্ষমা করিলেন! এমন সাধুকে শাস্তি দিতে কাহার না অন্তর ব্যথিত হয়? কিন্তু তপস্বী কিছুতেই রাজার কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন না। তখন তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইলেন যে, রাজবিধি এমন আছে যে কোন অপরাধী আপনা আপনি নিজকৃত অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। রাজার এমন ক্ষমতা আছে যে অপরাধীকে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন, আমি সেই বিধি ও ক্ষমতানুসারে আপনার অপরাধ ক্ষমা করিতেছি, আপনি আশ্রমে যাইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হউন; কিন্তু কিছুতেই তপস্বীর মন প্রবোধ মানিল না। তিনি জোড় হস্তে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আমি অপরাধী, আমার এ অপরাধের যে শাস্তি বিধি আছে, তাহা আমাকে দিন নতুবা আমি আশ্রমে ফিরিতে পারিব না। রাজা কি করেন নিরুপায়; তখনকার শাসন বিধি অতি ভয়ানক। যে চুরি করিবে, তাহার হস্ত ছেদিত হইবে। রাজা যখন কোনরূপেই আর নিশঙ্খকে শাস্তি গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেননা, তখন রাজবিধি অনুসারে নিশঙ্খের হস্ত ছেদনের অনুমতি দিলেন। নিশঙ্খের হস্ত ছেদিত হইল, নিশঙ্খ পরমানন্দিত হইয়া অপরাধের শাস্তি গ্রহণ করিয়াছেন, হস্ত ছেদিত হইয়াছে, দাদাকে এই সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। ' সত্যানুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বটে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশ্বাস।

"এস, প্রার্থনা করি!"

প্রকৃত বিশ্বাস সাংসারিক বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে। শত উৎপীড়নেও বিশ্বাসী হৃদয় সত্যপথ হইতে বিচলিত হয় না। একটি কাফ্রি ক্রীতদাস সাধুচরিত্র ও প্রার্থনাশীল বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহাকে সকলে "অঙ্ক্‌ল্‌ বেন্‌" বলিয়া ডাকিত। যে বাগানে বেন্‌ দাসত্ব করিত, তাহার পাষণ্ড অধ্যক্ষেরা একদিন স্থির করিল যে, তাহাদের অধিকৃত সমস্ত উপনিবেশে আর উপাসনা প্রার্থনাদি কিছুই করিতে দেওয়া হইবে না! বেন্‌কে ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মসাধন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য হতভাগ্য নিষ্ঠুর দাসপ্রভুগণ আর একটী ক্রীতদাসকে পশুবৎ হত্যা করিল! তাহার দোষ এই ছিল যে, সে ভগবানের নাম করিত! তাহার পর একটা প্রকাশ্য স্থানে সেই বিকটাকার ছিন্ন মুণ্ড লম্বিত করিয়া তাহারা বেন্‌কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কাহার মাথা চিনিতে পার কি?" বেন্‌ বলিল, "হাঁ, চিনি বই কি!" তখন তাহারা বেন্‌কে সাবধান করিয়া আদেশ করিল, "যদি তোমাকে আর কখন ঈশ্বরের নাম বা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে দেখি, তাহা হইলে তোমারও এই দশা হইবে!"—এই ভয়ঙ্কর

আজ্ঞা শুনিয়া সে কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল।—স্থিরচিত্তে ভাবিয়া সেই অসভ্য অশিক্ষিত কৃষ্ণকায় দাস অদমিত হৃদয়ে তাহার সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া বলিল, "যাহা হয় হউক্, এস আমরা প্রার্থনা করিতে বসি।"—কোথায় বিপদ,—কোথায় প্রাণদণ্ডের ভয়! ঈশ্বরের বিশ্বজয়ী নামে সকল আশঙ্কা প্রবল স্রোতের উপরে তৃণের ন্যায়, কোথায় ভাসিয়া যায়।

শিশুর বিশ্বাস।

আমেরিকার একজন ধর্ম্মনিষ্ঠা মহিলার একটী শিশুসন্তান অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। তিনি একদিন তাঁহার তিনবর্ষবয়স্কা কন্যার সহিত বসিয়া তাহার মৃত ভ্রাতার বিষয়ে কথা কহিতেছিলেন। "ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন," এই কথা বলিতে বলিতে মাতার চক্ষে জল আসিল। তাঁহার কন্যা ক্ষণকাল মনে মনে কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মা, পরমেশ্বর তাহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়া কি ভাল কাজ করিয়াছেন?" মাতা বলিলেন, "হাঁ।" ইহা শুনিয়া সেই সরল শিশু বলিল, "যদি তাহাকে লইয়া গিয়া ঈশ্বর ভালই করিয়াছেন, তবে মা, তুমি কিসের জন্য কাঁদ?" ঈশ্বরের প্রতি এমন সরল বিশ্বাস কয় জন বর্ষীয়ান্ লোকের দেখিতে পাওয়া যায়? কয় জন লোকের মনে হয় যে, শোকে মুহ্যমান হইলে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ে অবিশ্বাস করা হয়? আমরা মুখে বলি ঈশ্বর মঙ্গলময়, কিন্তু কার্য্যকালে তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া থাকি; এইটীই দুর্ব্বলতা।

দুঃখের মধ্যে মঙ্গল।

এক যুবক বহুদিনব্যাপী রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। মৃত্যু সন্নিকট হইলে তিনি একদিন তাঁহার এক বন্ধুকে বলিলেন, "এই রোগযন্ত্রণা আমার পক্ষে অমূল্য রত্নস্বরূপ; ইহা আমাকে যৌবনকালসুলভ দুর্ব্বুদ্ধি ও মোহের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে; ইহা দ্বারা আমি ঈশ্বরকে একমাত্র সুখের আধাররূপে এবং অনন্ত জীবনকে একমাত্র আশাস্থলরূপে অবলম্বন করিতে শিক্ষা করিয়াছি; এবং আমার মনে হইতেছে যে, ইহা আমাকে এক্ষণে আমার পিতার গৃহের অতি নিকটে আনয়ন করিয়াছে!" আমরা অনেক সময় রোগ, শোক ও বিপদে মুহ্যমান হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি, এবং বিধাতাকে নিষ্ঠুর বলিয়া মনে করি। এমন কি অনেক বড় বড় পণ্ডিত পৃথিবীতে দুঃখ বিপদ দেখিয়া পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও মঙ্গলস্বরূপে অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন! কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী যাঁহারা, তাঁহারা দুঃখ বিপদের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিয়া কৃতজ্ঞ হন। যে বিপদ অবিশ্বাসীকে নিরাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে, বিশ্বাসী ব্যক্তি তাহা হইতে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ লাভ করেন ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা করেন।

বিশ্বাস অমূল্য নিধি।

এক সময়ে ফ্রান্সদেশের কোন সম্রাট বর্জিয়ার্ নামক একজন অতি বিশ্বাসী প্রোটেষ্টাণ্ট্‌কে তাঁহার নিজ বিশ্বাস পরিত্যাগ

করিয়া রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি যদি রোমান্ ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে রাজ্যপদ প্রদান করিতে পারেন। সম্রাটের এই প্ররোচনা বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বাসী বজিয়ার্ বলিয়াছিলেন, "পিতঃ, আমি যদি এইরূপ পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের প্রলোভনে আমার পরম প্রভু পরমেশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারি, তাহা হইলে যে এক সময়ে ইহা অপেক্ষা কোন সামান্য উৎকোচের প্রত্যাশায় রাজাকেও অস্বীকার করিতে পারিব, ইহা অসম্ভব নয়!" যে বিশ্বাস সামান্য বিঘ্নে তিরোহিত হয়, সে বিশ্বাস বিশ্বাসই নহে। সমস্ত ভূমণ্ডলের ঐশ্বর্য্য এবং সুখসম্পদ যদি বিশ্বাসীর সম্মুখে ধরিয়া তাঁহার বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে বলা হয়, তাহা হইলে তিনি সে সমুদায়কেই অসার, অপদার্থ, ঘৃণিত সংসারের অতি জঘন্য মলিন বস্তু অপেক্ষাও অসার জ্ঞান করিয়া নিজ অমূল্য বিশ্বাসকে প্রাণের মধ্যে আরো দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকেন। বিশ্বাস কি অমূল্য নিধি! তাহার সহিত কি জগতের কোন বস্তুর তুলনা হয়?

কোন কর্ম্মচারী এবং তাঁহার স্ত্রী।

কোন সময়ে প্রবল বেগে ঝড় হইতেছিল। প্রবল ঝটিকায় ভীত হইয়া কোন এক কর্ম্মচারীর স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এমন দুর্য্যোগের সময় কিরূপে এমন স্থির-

ভাবে রহিয়াছ?" তিনি স্ত্রীর কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার অসি গ্রহণ করিলেন, এবং স্ত্রীর গলদেশে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহাতে ভীত হও না?" স্ত্রী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "না—কখনই না!" তাঁহার স্বামী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন নহে?" স্ত্রী বলিলেন, "কেন,—আমি আমার স্বামীর হস্তে রহিয়াছি, তিনি যে আমায় অত্যন্ত ভালবাসেন, তিনি কি কখন আমায় হত্যা করিতে পারেন?" স্বামী অমনি বলিলেন, "তবে এখন বিশ্বাস কর যে, আমিও আমার প্রিয়তমের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।—এই প্রবল ঝটিকার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে!"

বালিকার উপদেশ।

কিছু দিন অতীত হইল, একটি সপ্তম কিম্বা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা কোন কারণে অগ্নিতে দগ্ধ হয়। বালিকাটী কোন রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে পাঠ করিত। বালিকাটী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া চৌদ্দ দিবস জীবিত ছিল। এই কয়দিন জীবন্মৃত্যুর ভয়ানক যন্ত্রণার মধ্যেও সে তাহার নিজ বিশ্বাসানুসারে খ্রীষ্টের শক্তির বিষয় প্রচার করিত, এবং তাহার বৃদ্ধা মাতাকে তাহার কথার উপর বিশেষরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়া বলিত যে, সে তাঁহার সহিত স্বর্গে পুনর্ম্মিলিত হইবে। এই সকল কথায় তাহার আনন্দ এবং আশার চিহ্ন প্রকাশ পাইত। তাহার এই দাহযন্ত্রণার অবস্থায় সে কিরূপে এত প্রফুল্লিত চিত্তে নিজ

প্রাণের বিশ্বাস বলিতে পারিয়াছিল, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইয়া থাকিতে হয়।

যন্ত্রণায় শান্তিলাভ।

একটী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী অতুর বালক ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিত, কিন্তু তাহার অঙ্গ এমনই অবশ যে, সে কিছুতেই নিজে বাইবেল খুলিয়া পাঠ করিতে সমর্থ হইত না। কোন একজন ভদ্রলোক ঐ বালককে জিজ্ঞাসা করেন যে,তাহার ঐ পুস্তক পাঠ করিতে এত ভাল লাগে কেন। বালকটী ভদ্রলোকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, "আমি বাইবেল পাঠ করিতে যে এত ভালবাসি, তাহার কারণ এই যে, উহা খ্রীষ্টের বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে।" ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা করিলেন,"তুমি কি খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস কর?" বালক বলিল, "হাঁ, আমি করি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জন্য এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাক?" বালক বলিল,—"এই বিশ্বাস আমার এই ব্যাধির ভয়ানক কষ্ট যন্ত্রণা অনায়াসে সহ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকে!" বাস্তবিক, বিশ্বাস থাকিলে মানব ভয়ানক রোগযন্ত্রণা এবং সাংসারিক কষ্টের মধ্যেও কেমন সুখে বাস করিতে পারে! কি বালক, কি যুবা, কি মূর্খ, বিশ্বাস সকলকেই সকল অবস্থার মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুখসাগরে সর্ব্বদা নিমগ্ন রাখিতে চেষ্টা করে।

ফেস্‌টসের সম্মুখে পলের বিচার।

মহাত্মা পল্‌ যখন জ্বলন্ত তেজের সহিত ধর্ম্ম-প্রচারে রত ছিলেন, তখন চতুর্দ্দিক্‌ হইতে তাঁহার প্রতি ভয়ানক নির্যাতন আরম্ভ হয়। ধর্ম্মবীর পল্‌ ঐ সকল প্রতিবন্ধক ও বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া অটলভাবে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতেছিলেন। মানুষ যখন পরমেশ্বরের বলের দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া আপনার লক্ষ্য-সাধনের পথে অগ্রসর হন, তখন তাহার সম্মুখে পর্ব্বতাকার বিঘ্ন বাধা চূর্ণীকৃত হইয়া যায়;—নিরাশার ঘোরান্ধকার আশার উজ্জ্বল জ্যোতিতে পূর্ণ হয়, বিপদের প্রবল তরঙ্গ প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাণ ও জীবনস্বরূপ মহাত্মা পল্‌ যখন প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি মত্ত মাতঙ্গ-সদৃশ হইয়া পৃথিবীর, পাপ, মোহ, আসক্তি এবং সর্ব্বপ্রকার নিন্দা প্রশংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরোধীগণ প্রথমতঃ আপনাদিগের বল ও কৌশলদ্বারা তাঁহার কার্য্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন বিফলপ্রয়াস হইল, তখন রাজার সমীপে তাঁহাকে উপস্থিত করিয়া বিশেষ রূপে শাস্তি দিবার সঙ্কল্প করিল। তাহারা জুডিয়ার রাজা ফেস্‌টসের সমীপে তাঁহাকে বিচারার্থ উপস্থিত করিলে ফেস্‌টস্‌ পলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "পল্‌! অধিক জ্ঞান তোমাকে ক্ষিপ্ত করিয়াছে!" মহাত্মা পল্‌ কি পৃথিবীর সম্রাটের বচনে ভীত হন! তিনি সমস্ত পৃথিবীর রাজার রাজা যিনি, তাঁহারই আজ্ঞাতে তাঁহারই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্বর্গের রাজা তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাকে স্বর্গীয় বল প্রদান করিয়া অভয় দান করিতে-

ছেন। পল্ ফেস্টসের সম্মুখে দণ্ডায়মান,—নির্ভীক, প্রশান্ত! বিশ্বাসের জ্বলন্ত অগ্নি যেন তাঁহার চক্ষু হইতে নির্গত হইতেছে। ধর্ম্মোৎসাহ যেন তাড়িতের ন্যায় তাঁহার সমস্ত শরীরকে স্বর্গীয় তেজে পূর্ণ করিতেছে! ফেস্টস্ যখন বলিলেন, "অধিক জ্ঞানে তোমাকে পাগল করিয়াছে," নির্ভীক পল্ তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মহৎ ফেস্টস্! আমি উন্মত্ত নহি; যাহা সত্য এবং ন্যায়, তাহাই বলিতেছি!" পলের এই বাক্য যেন তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় সকলের প্রাণকে বিদ্ধ করিছিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরই আলোক!

একদিবস শীতকালের রজনীতে একটী সপ্তমবর্ষীয় বালক তাহার দাসীর সহিত বহুদূর হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল। ঘোর রজনীর অন্ধকারে পথ ভ্রান্ত হইবার আশঙ্কায় দাসী একটী লণ্ঠন সঙ্গে লইয়াছিল। হঠাৎ এক প্রবল বাত্যা আসিয়া সেই জ্বলন্ত বাতিটী নিবাইয়া দিল। তাহারা উভয়ে ঘোর সঙ্কটে পড়িল। বালক যত ভীত হউক্ আর না হউক্, দাসীকে অত্যন্ত ভীতা দেখিয়া সেই সপ্তমবর্ষীয় শিশু তাহাকে বলিল, "তুমি এত ভয় পাইতেছ কেন? অন্ধকারে আমরা কখনই পথ হারাইব না; সেই সর্ব্বব্যাপী দয়াময় ঈশ্বর এই ঘোর অন্ধকারের আলো হইয়া আমাদিগের পথপ্রদর্শক হইবেন!" হায়! এই সরল শিশুর ন্যায় বিশ্বাস আমরা কত দিনে লাভ করিব!

বিশ্বাসে কি না মিলে !

কোন নগরে একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক বাস করিতেন। তাঁহার কেবল একটীমাত্র অল্পবয়স্কা কন্যা ছিল। ইহাঁদের সাংসারিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, প্রায় কোন দিনই ভাল করিয়া আহার করিতে পাইতেন না। নিজের ভালরূপ আহার হউক্ আর না হউক্, সন্তানের যে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে,—তাহার যে ভালরূপ আহার হইতেছে না, ইহা ভাবিয়া জননীর প্রাণ ফাটিয়া যাইত। এইরূপ নানা প্রকার সাংসারিক যন্ত্রণায় পেষিত হইয়া তিনি এক দিন অনাহারে নির্জ্জনে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সেই কন্যা তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল, "মা, তুমি কেন কাঁদিতেছ ? আজ আমাদিগের আহার হয় নাই বলিয়া কি তুমি এত কাঁদিতেছ ? তুমি কি জান না যে, যিনি আমাদিগকে এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, সেই দয়ার সাগর পরমেশ্বর আমাদিগকে নিশ্চয়ই আহার দিবেন, আমরা যে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব, তাহা তাঁহার প্রাণে কখনই সহ্য হইবে না।"

বালিকার এই আশাপূর্ণ বাক্যগুলি যেমন সমাপ্ত হইল, অমনি একজন প্রতিবেশী তাহাদের বাটীতে আসিয়া তাহার জননীকে বলিল, "দেখ, অমুক বাটীতে কার্য্যের নিমিত্ত একজন লোক প্রয়োজন। যদি তুমি সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ কর, তবে অত্যন্ত ভাল হয়।" বৃদ্ধা শুনিবামাত্র কন্যাকে বাটীতে রাখিয়া কার্য্যে গমন করিলেন। সমস্ত দিবস কার্য্য করিয়া আসিবার সময় পরিশ্রম-লব্ধ উপার্জ্জনের দ্বারা

কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলেন। সেই সমুদয় সামগ্রী দেখিবামাত্র ক্ষুদ্র বালিকার নেত্র হইতে দর দর ধারে কৃতজ্ঞতার অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, এবং সজল নয়নে জননীকে বলিতে লাগিল, "মা, আমি কি তোমায় পূর্ব্বে বলি-নাই যে, অনন্ত দয়ার সাগর পরমেশ্বর আমাদিগের আহার নিশ্চয়ই যোগাইবেন? তিনিই জীবের আহার দাতা। তাঁহার উপর নির্ভর করিলেই আমাদিগের সমস্ত অভাব মোচন হইবে।"

বাস্তবিক, যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি সমস্ত কার্য্যের জন্য নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ ভাগ্যবান্। অবিশ্বাসীরা পরমেশ্বরের প্রতি এইরূপ নির্ভর করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকে, সকল কার্য্যেই তাহারা নিজের উপায়ের উপর বিশ্বাস করিয়া থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্র শিশু যেমন সকল বিষয়েই স্বীয় জননীর উপর নির্ভর করিয়া সুখে ও নির্ভয়ে বাস করে, বিশ্বাসীও সেইরূপ সেই জগজ্জননীর উপর তাঁহার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া সুখে ও সদানন্দে দিন যাপন করেন।

'পরমেশ্বর শিশুকে দেখিবেন!'

একটী শিশু বাল্যকাল হইতে কেবল এই বলিতে শিক্ষা করিয়াছিল, 'পরমেশ্বর শিশুকে দেখিবেন!' ঐ বালকটী মধুর স্বরে সর্ব্বদাই ঐ কথা বলিত। শিশুটীর পিতা মাতা উভয়েই এক সময়ে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আরোগ্য লাভ করিতে

না করিতেই সেও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহার রোগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে সেই সুকুমার শিশুর মৃত্যু দিবস উপস্থিত হইল।

তখন পর্য্যন্তও তাহার জননী শয্যায় পতিতা হইয়া রহিয়াছেন, তিনি সন্তানের হৃদয়বিদারিণী অবস্থার সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহাকে একবার বক্ষে ধারণ করিবার জন্য অতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে পিতা মাতা উভয়েই সন্তানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার মৃত্যু নিশ্চিত স্থির করিয়া অতিশয় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, কিন্তু শিশুটী একবার তাহার নিমীলিত চক্ষু উন্মীলন করিয়া প্রফুল্ল বদনে জননীর মুখপানে তাকাইয়া অতি মৃদু স্বরে এই কথা বলিল, "পরমেশ্বর শিশুকে দেখিবেন!" শিশুর এই কথা তাঁহাদিগের শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে শীতল বারি প্রদান করিল। সেই বিশ্বজননী অবশেষে তাহাকে নিজ শান্তিময় ক্রোড়ে লইয়া তাঁহাব নিত্য সুখধাম স্বর্গরাজ্যে গমন করিলেন।—ক্ষুদ্র শিশুও ঈশ্বরকে ডাকিতে পারে!

থিওডোর পার্কার।

মহাত্মা থিওডোর পার্কারের সময়ে আমেরিকায় দাসত্ব প্রথা লইয়া অত্যন্ত আন্দোলন চলিতেছিল। সে সময় প্রায় সমস্ত লোকেই দাসত্ব প্রথার পক্ষ ছিল। কেহই প্রায় এই ভয়ানক নিষ্ঠুর ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করিত না। কেবল মহাবীর একেশ্বরবাদী থিওডোর পার্কারই

গম্ভীর নিনাদে এই প্রচলিত জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন। মহাত্মা থিওডোর পার্কার সেই সময়ে একদিকে ত্রিত্ববাদের মত সকল খণ্ডন করিতেন, এবং অপরদিকে আবার এই দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে দেশশুদ্ধ লোকেরই বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু পরম বিশ্বাসী পার্কার শত্রুকুল-পরিবেষ্টিত হইয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিজ কর্ত্তব্য হইতে বিরত হন নাই; বরং তিনি প্রবল উৎসাহ ও জ্বলন্ত তেজের সহিত সমস্ত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া সত্যরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। একদিবস তিনি শ্রবণ করিলেন যে, বোষ্টন্ নগরে দাসত্ব প্রথা রক্ষা করিবার জন্য একটি মহতী সভা হইবে। তিনি সেই সভায় যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে তথায় গমন করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি তথায় গমন করিলে তাহারা তাঁহাকে বধ করিতে পারে। পার্কার তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তথায় যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। যথাসময়ে তিনি সভায় উপস্থিত হইলেন। সেই সভাস্থলে প্রায় দশ সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সকলেই ক্রীতদাস প্রথার পক্ষে! পার্কার এই বিরাট সভার এক পার্শ্বে বসিয়া সভার কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। সভাস্থলে সমস্ত বড় বড় বক্তা উচ্চৈঃস্বরে ক্রীতদাসপ্রথা থাকা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন, "নাস্তিক পার্কার যদি এখানে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে কখনই সে এই যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিত না।" পার্কার গ্যালারির উপরে এক পার্শ্বে বসিয়া-

ছিলেন, তিনি এই কথা শ্রবণ করিয়া বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "পার্কার এ সম্বন্ধে কি বলেন তাহা কি শুনিতে ইচ্ছা কর?—তবে শুন!" এই কথা বলিতে না বলিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "উহাকে বধ কর," "এখান হইতে উহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও" সেই বৃহৎ সভার মধ্যে একজন সকলের মতের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন, আর সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ভয়ানক চীৎকার করিতেছে। মহাত্মা থিওডোর পার্কার স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সিংহ-নিনাদে বলিলেন, "আমাকে বধ করিবে? আমাকে ফেলিয়া দিবে?" তিনি নিজ প্রশস্ত বক্ষঃস্থল প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "তোমরা তাহা করিতে পার না, এই আমি দণ্ডায়মান রহিলাম, কি করিবে কর।" এই মহাবীর পার্কার উচ্চৈঃস্বরে নিজ মত ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার প্রতিবাদ বাক্যগুলি যেন অগ্নি-শলাকার ন্যায় স্বার্থপর নিষ্ঠুর লোকদিগের প্রাণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল; তাঁহার তেজোময় মূর্ত্তি ও জীবন্ত বক্তৃতা সকলকে নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত করিয়া রাখিল। পার্কার বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া বীরের ন্যায় নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নির্ভর।

কি সুখের মৃত্যু!

একটী যোদ্ধা-বালক কোন যুদ্ধে অত্যন্ত আহত হইয়া একটী চিকিৎসালয়ে প্রেরিত হয়। বালকটী এমনই আহত হইয়াছিল যে, তাহার রক্ষা পাইবার আর কোন আশা ছিল না। বালকটীর যখন ইহলোক পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইতেছে, তখন একটী রমণী তাহার শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহার মৃত্যুর অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। আসন্নকালে কোমল-হৃদয়া রমণী সেই মৃত্যুমুখগামী বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার মৃত্যুর সময় সন্নিকট; যদি এই মুহূর্ত্তেই তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তুমি কি তাহার জন্য প্রস্তুত আছ?" তাহাব এই বাক্য কর্ণে প্রবেশ করিলে আস্তে আস্তে বালকটির চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত হইল; এবং সে ঈষৎ হাস্য করিয়া অতি ক্ষীণ বচনে বলিল, "আমি সে জন্য প্রস্তুত আছি।—এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই!" এই বলিয়া সে তাহার বক্ষের উপর হস্ত স্থাপন করিল। রমণী তাহার মস্তকোপরি হস্ত স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরমেশ্বর কি তোমার হৃদয়-রাজ্য শাসন করিতেছেন এবং উহা নিয়মিত করিতেছেন, তুমি কি উহাই প্রদর্শন করিতেছ?" বালক বলিল, "হাঁ! তাঁহার

(ঈশ্বরের) বাক্য এক্ষণে যেমন নিবিড় অন্ধকারপূর্ণ মৃত্যুর আবাস হইতে অসিতেছে, তেমনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের অতি দূরে সু-মধুর ও সুললিত ভাবে তাঁহার বাক্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে!" বালক নিজ হৃদয়ের উপর যে হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়াছিল, আর তাহা স্থানান্তরিত হইল না। অবশেষে শান্তিময় মৃত্যু আসিয়া সেই অল্পবয়স্ক ভক্ত বালককে তাহার অনন্তকরুণাময়ী জগজ্জননীর ক্রোড়ে স্থাপন করিল। বালক সহাস্য বদনে জননীকে স্মরণ করিতে করিতে দিব্যধামে গমন করিল! যদি সুখে পরলোকে গমন করিতে চাও, তবে সেই প্রেমময় পরমেশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে স্থান দান কর। তাঁহাকেই ইহকাল এবং পরকালের একমাত্র আশ্রয়স্থল জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া এ সংসারে বাস কর।

"ঈশ্বর আহার যোগাইবেন।"

ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়, যখন খ্রীষ্টের শিষ্যগণের উপর চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘোর অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময়ে একজন খ্রীষ্টীয় মহিলা সর্ব্বদাই বলিতেন, "তাঁহার কখনও অভাব হইবে না, কারণ প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার যাহা আবশ্যক সমস্তই দিবেন।" সাধারণ উপাসনায় যোগ দেওয়া অপরাধে একদা তিনি একই খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিদ্বেষী বিচারকের নিকট নীত হন। বিচারক তাঁহাকে দেখিয়াই বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "অনেক দিন হইতে তোমাকে আমার বিচারাধীনে আনিবার ইচ্ছা ছিল; এক্ষণে আমি তোমাকে কারাগারে পাঠাইব। তখন তোমাকে সেখানে কে খাওয়াইবে?"

ঐ ধর্ম্মশীলা মহিলা উত্তর করিলেন, "আমার স্বর্গীয় পিতার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তিনি আপনার খাদ্যদ্রব্য হইতেই আমার আহার যোগাইবেন!" ফলে তাহাই ঘটিল। বিচারকের স্ত্রী বিচারকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি ঐ খ্রীষ্টীয় মহিলার দৃঢ়তা ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর দেখিয়া এরূপ মোহিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না; এবং সযত্নে আপনাদের খাদ্য দ্রব্য হইতে যথেষ্ট পরিমাণ আহার্য্য প্রত্যহ তাঁহার নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি যতদিন কারাগারে ছিলেন, তত-দিনই এইরূপে বিচারকের নিজের ভাণ্ডার হইতে আহার পাইতেন।

হায়! আমরা কি ঈশ্বরের উপর ঐ খ্রীষ্টীয় মহিলার ন্যায় নির্ভর করিতে শিক্ষা করিয়াছি? আমরা নিজের ভার লইয়া কষ্টে ও দুর্ভাবনায় উন্মত্তের ন্যায় এদিক্-ওদিক্ ছুটিয়া বেড়াই-তেছি। একটু বিপদ্ সম্মুখে দেখিলেই একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়ি। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল যিনি, তিনি নিজের সমস্ত ভার ঈশ্বরের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্তভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

আলেক্‌জণ্ডার্ এবং তাঁহার চিকিৎসক।

যখন আলেক্‌জণ্ডার্ একবার অত্যন্ত জ্বরে কষ্ট পাইতে-ছিলেন, তখন তাঁহার চিকিৎসক ফিলিপের বিরুদ্ধে কোন লোক তাঁহার নিকট এই বলিয়া গুপ্ত পত্র প্রেরণ করে যে, সেই চিকিৎসক তাঁহাকে বিষপান করাইয়া তাঁহার জীবন সংহার

করিবার পন্থায় আছে! আলেক্জণ্ডার্ যখন এই পত্র খানি প্রাপ্ত হন, তখন ফিলিপ্ তাঁহার শয্যার নিকট তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইবার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। আলেক্জণ্ডার্ পত্র খানি দর্শন করিয়া ফিলিপের হস্তে তাহা প্রদান করতঃ তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিলেন! এই ঔষধ সেবনে ক্রমে তাঁহার শরীর সুস্থ হইল, তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। মানুষ যদি মানুষের উপর এইরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, তবে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের উপর যে কত গুণ বিশ্বাস ও নির্ভর থাকা আবশ্যক, তাহা বলা যায় না।

নির্ভরের আবশ্যকতা।

যে সরলভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, ঈশ্বর তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক সময় আমরা যেরূপ ইচ্ছা বা আশা করি, পরমেশ্বর তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে আমাদের প্রার্থনার সফলতা সম্পাদন করেন। একজন আফ্রিকাদেশবাসী নিগ্রো প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছিল যে, প্রকৃতির নিয়ন্তা এক জন দয়াবান্ মহাপুরুষ আছেন। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সে নিত্য তাঁহার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিত যে, যাহাতে তাঁহার বিষয় সে আরও ভালরূপে জানিতে পারে, তিনি যেন তাহার উপায় বিধান করেন! এইরূপে কিছুদিন গত হইলে সে অন্যান্য কতিপয় নিগ্রোর সহিত ধৃত হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হইল। এই ঘটনা হইতে ঈশ্বরের দয়ার উপর তাহার সন্দেহ উপস্থিত হয়। সে

ভাবিল যে, যদি এই জগতে দয়ালু ও ন্যায়বান্ কোনও মহা-শক্তিময় পুরুষ থাকিতেন, তিনি কখনই নির্দ্দোষিতা ও সাধুতার উপর প্রতারণা ও অন্যায়কে জয়লাভ করিতে দিতেন না। যখন তাহার মন এইরূপ সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতেছে, সেই সময়ে সে আমেরিকার এক ধার্ম্মিক খ্রীষ্টীয় পরিবার মধ্যে দাসরূপে প্রবেশ লাভ করে। সেখানে সে ধর্ম্মবিষয়ে অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে ঈশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে তাহার জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইল, ও সে ঈশ্বরকে প্রাণসখারূপে হৃদয়ে অনুভব করিতে শিখিল। তখন তাহার মনে হইল যে, ঈশ্বর দুঃখ বিপদের মধ্য দিয়াও মানুষের প্রার্থনা সফল করেন, এবং তাহাকে অনন্ত সুখের রাজ্যে লইয়া যান।

ঈশ্বরের কার্য্যপ্রণালী মানুষের কল্পনার অতীত। তিনি কখনও সুখের মধ্য দিয়া, কখনও দুঃখের মধ্য দিয়া আমাদিগকে তাঁহার পথে লইয়া যাইতেছেন। তিনি যে কোন্ ঘটনার কোথায় সীমা করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গল করিবেন,—এই বিশ্বাস করিয়া নির্ভরের সহিত ধীর ভাবে অপেক্ষা করা ভিন্ন মানুষের আর উপায় নাই।

ঈশ্বরের উপর নির্ভর।

একদা সাক্সনির একজন ডিউক্ অকারণে জর্ম্মণির এক জন ধর্ম্মযাজকের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করেন। তখন ধর্ম্মযাজকেরাও জমিদারদের ন্যায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মযাজক সে প্রকৃতির লোক ছিলেন

না। ডিউক সে কথা জানিতেন না। এই জন্য ধর্ম্মযাজক যুদ্ধের কিরূপ আয়োজন করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য এবং তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ডিউক্ একজন গুপ্তচরকে পাঠাইয়া দিলেন। সে ফিরিয়া আসিলে ডিউক্ তাহাকে আগ্রহের সহিত নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে প্রত্যুত্তরে বলিল, "মহাশয়! আপনি নির্ভয়ে তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারেন। তিনি যুদ্ধের কোন আয়োজনই করেন নাই।" ডিউক্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি কথা? তিনি কি বলেন?" চর বলিল, "তিনি বলেন যে,তিনি ধর্ম্মপ্রচার, দুঃখী প্রতিপালন, রোগীর সেবা প্রভৃতি নিয়মিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, এবং যুদ্ধসম্বন্ধে ঈশ্বরের উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন।" ইহা শুনিয়া ডিউক্ বলিলেন, "বটে! তবে অন্য যে কেহ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে চায় করুক্; আমি ত করিব না!"

ঈশ্বরের প্রতি উক্ত ধর্ম্মযাজকের কি সুন্দর নির্ভরের ভাব! আমরা সামান্য একটি সাংসারিক কার্য্যে ঈশ্বরের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না;—আর যাঁহার বিরুদ্ধে সমর বিঘোষিত হইয়াছে, তিনি অনায়াসে ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্তমনে নিজ কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত রহিলেন! ঈশ্বরের প্রতি এরূপ নির্ভরের ভাব না হইলে মনুষ্য কখনই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না। আর যতদিন তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস অটল না হয়, ততদিন কখনই এরূপ পূর্ণ নির্ভরের ভাব জন্মিতে পারে না। আমরা তাঁহার

উপর যে পরিমাণে নির্ভর করিতে শিখিয়াছি, তাহার দ্বারাই আমাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তার পরিমাণ পাওয়া যায়।

শিশুর সন্তোষ।

একদিন কোন সহৃদয়া পরদুঃখকাতরা মহিলা লণ্ডন নগরের দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করিয়া সকলের দুরবস্থার তত্ত্ব লইতে-ছিলেন। তখন শীতের প্রবল প্রতাপ। একটী জীর্ণ ও অপরি-ষ্কার গৃহের তেতালার উপরে উঠিয়া তিনি কোন একটী কামরার দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। লণ্ডনের ন্যায় শীতপ্রধান নগরে বিশেষতঃ শীতকালে সকলের উপরের তলায় যে ঘরগুলি থাকে, তাহাতে ভয়ানক কষ্টে বাস করিতে হয়। নিঃস্ব নিম্নশ্রেণীর লোকই অধিকাংশ সেই উপরের ঘরে অল্প ভাড়া দিয়া থাকে। রমণী যে ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সে ঘরে শীত এবং বরফের অত্যাচারে থাকাই দায়; কিন্তু ভিতর হইতে কোমল স্বরে একটী শিশু উত্তর করিল,— 'দুয়ারের উপরে দড়ি লাগান আছে, উহা ধরিয়া টান।'— সেই দড়িতে টান দিবা মাত্রই দ্বার খুলিয়া গেল,—তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, দুইটী শিশুসন্তান অৰ্দ্ধা-বৃত দেহে পড়িয়া রহিয়াছে। কাছে আর কেহই নাই! দেখিয়াই বোধ হইল শীতে এবং ক্ষুধায় তাহারা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে।

তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমরা কেমন করিয়া এখানে আছ?—দেখিতেছি তোমাদের কেহ নাই। তোমরা কি নিজেই নিজেদের অভাব দূর করিতে পার?"

শিশুদ্বয়ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা সবল ভাবে বলিল,—"না, মা! পরমেশ্বর আমাদের সকল দেখেন শোনেন! তিনিই আমাদের সব যোগাইয়া দেন!"

দয়াবতী রমণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই শীতের সময় তোমাদের ঘরে কোন আগুন নাই। আহা! তোমাদের বড় ঠাণ্ডা লাগিতেছে, না?"

বালিকা বলিল,—"কেন,—এই যে লেপখানি দেখিতেছেন, যখন বড় শীত পায়, এর ভিতরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়ি; আর আমি টমিকে জড়াইয়া বুকের ভিতর টানিয়া লই—সেও আমাকে জড়াইয়া থাকে। তখন আমাদের আর শীত থাকে না!"—

আবার প্রশ্ন হইল,—"আচ্ছা, তোমরা কি রকম খেতে পাও?"

"যখন ঠাকুরমা ঘরে ফিরিয়া আসেন, তখন আমাদের জন্য কিছু খাবার আনেন। ঠাকুরমা কতবার বলেন, আমরা পরমেশ্বরের 'পাখী।' ছোট পাখীদের জন্য তিনি যেমন খাবার যোগাইয়া দেন,—আমরাও এখন ছোট্ট পাখীর মত অসহায় বলিয়া তেমনি তিনি আমাদেরও খাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দেন।—আমরা কেমন প্রতিদিন, 'হে পরমেশ্বর, আমাদের প্রত্যহ খাইতে দাও,' এই বলিয়া প্রার্থনা করি। তিনি যে আমাদের বাবা!"—

শিশুর এই সরল বিশ্বাস, নির্ভর ও সন্তোষের কথা গুলি শুনিতে শুনিতে সেই দয়ার্দ্রচিত্ত মহিলার চক্ষে জল আসিল। তাঁহার নিজের মনে সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত, অবস্থাবৈগুণ্যে

হয়ত তাঁহারও অনাহারে প্রাণত্যাগ হইতে পারে! কিন্তু আজ তিনি এই দরিদ্র অসহায় শিশুর সরল প্রাণের কথায় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই শিশুর নিকটে তিনি ঈশ্বরের করুণার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর বিষয়ে যে অমূল্য শিক্ষা লাভ করিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতি হইতে কখন অপনীত হয় নাই।

দুঃখ কি কোন অমঙ্গলের হেতু?

কোন এক যুবার এক সময়ে শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইয়াছিল, এবং তাহা আরোগ্য হওয়াও সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যুবা পুরুষটির কোন এক বন্ধু সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিয়া সেবা করিতেন। ক্ষতস্থান আরোগ্যের জন্য তাঁহার বন্ধু উহা অনাবৃত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলে পীড়িত ব্যক্তি বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং সেই ক্ষতের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'ইহা আমার নিকট অমূল্য সম্পত্তির স্বরূপ হইয়াছে। এই পীড়া আমাকে যৌবনের অহঙ্কার এবং গর্ব্বের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে, আমার আশার স্থল ও চিরদিনের একমাত্র সম্বল প্রভু পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিতে সম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়াছে এবং আমাকে তাঁহার নিকেতনের নিকটবর্ত্তী করিয়াছে।' আহা! কি মধুর কথা! প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে প্রাণের মধ্যে রাখিলে অনলের মধ্যে পতিত হইলেও মানুষ যেন আপনাকে শীতল সরোবরে নিমগ্ন বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। কৃপাময় পরমেশ্বর সময়ে সময়ে দুঃখ এবং কষ্ট মানবের মঙ্গলের জন্যই যে প্রেরণ করেন, অনুধ্যান করিয়া দেখিলে তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হয় না।

প্রার্থনার প্রত্যুত্তর।

যৎকালে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদসাধন সম্বন্ধে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগে অনেক যুদ্ধ বাধিয়াছিল, তখন মহাত্মা মুডী প্রভৃতি কয়েকজন দয়ার্দ্রহৃদয় পুরুষ আহত সৈনিকদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব বিকীর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রয়াস পাইতেন। তাঁহাদের প্রশংসনীয় চেষ্টার বলে সমগ্র সৈনিকবিভাগে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল যে, ধর্ম্মের নামে, কর্ত্তব্যের নামে অনেকে প্রসন্নভাবে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিত, এবং বিপদের সময় ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে পারিত।

একবার এক দল সৈন্য কোনও বিশেষ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সেনাপতির আদেশানুসারে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু যাহারা আহত, তাহারা গমনে অক্ষম বলিয়া তাহাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া গেল। এই পরিত্যক্ত হতভাগ্যদিগের মধ্যে এমন খাদ্যের সংস্থান ছিলনা যে দুদিন চলে; তখন সকলেই অনশনে প্রাণবিনাশের আশঙ্কায় ক্লিষ্ট হইল। অবশেষে সেই দলের মধ্যে একজন বলিল, "ভাইরে! মিথ্যা ভাবনায় প্রয়োজন কি! এসো, ঈশ্বরকে ডাকি। তিনি যদি আমাদিগকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন, অবশ্য খাদ্য আসিবে, কোথা হইতে আসিবে তাহা জানি না; আর যদি তাঁহার ইচ্ছা না হয় যে আমরা জীবিত থাকি, তাহা হইলেই বা ভাবনা কি? তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক্, এই ভাবিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্যপরায়ণতা।

বিপণি বালক।

কোন একটী ভদ্রলোকের একটী মাত্র সন্তান ছিল। দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে তাহাকে অল্প বয়সেই লেখাপড়া ছাড়িতে হইয়াছিল। পিতা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন, অনেকগুলি পরিবার,—সুতরাং তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রকে একটী বস্ত্রের দোকানে রাখিয়া দিলেন। সমস্ত দিন খাটিয়া সে যাহা পাইত, তাহাতেই একরকম দিন গুজরাণ হইত বটে, কিন্তু প্রায় অর্দ্ধ অনশনে থাকিতে হইত। বাপ, মা, ভগ্নী সংসারের সকলেই তবুও তাহাতেই সন্তুষ্ট। এই জন্য বৃদ্ধের সংসারে কখনও অশান্তি স্থান পাইত না। পাড়া প্রতিবেশীরা সকলেই ইহাঁদের দুরবস্থা দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিত। যাহা হউক, পুত্রটী দোকানে কাপড় বিক্রয় করিত, এবং তাহাকে সময়ে সময়ে হিসাব রাখিতে হইত। সে একদিন দোকানে বসিয়া আছে, এমন সময়ে একটী বিবি সেই দোকানে আসিল। বালক সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাহাকে বসাইল, এবং তাহার কি রকম দরের কাপড় আবশ্যক, জিজ্ঞাসা করিল। বিবি খুব উঁচুদরের কাপড় চাহিল, বালক এক এক করিয়া দোকানে যাহা ছিল দেখাইল। অবশেষে একখানি বিবির মনোনীত হইল, সে দেখিল

তাহাতে কিছু মাত্র খুঁত নাই, কিন্তু বালক ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিল, তাহাতে খুঁত আছে। সুতরাং সে বিবিকে বলিল, "আপনি এ কাপড় লইবেন না।" বিবি বালকের এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল; এত উৎকৃষ্ট কাপড় লইতে নিষেধ করিল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিল না। তার পর কত খরিদ্দার আসিল, চলিয়া গেল,—বিবি তখনও কত কি ভাবিতেছে। তাহার মুখমণ্ডলে কখনও হর্ষের, কখনও বিষাদের ছায়া প্রতিভাত হইতেছে। সে কখনও ভাবিতেছে, এমন সরল বালক ত দেখি-নাই! বোধ হয় কাপড়ের কোন স্থানে কিছু খুঁত আছে, তাই আমাকে লইতে নিষেধ করিতেছে। আবার ভাবিতেছে,—না, তাই বা কি করিয়া হইবে? দোকানদারের হৃদয়ে কি এত সরলতা, এত কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিতে পারে?—অবশেষে সে বালকের সরলতা-মাথা মুখপানে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কাপড়খানি লইতে নিষেধ করিলে কেন গা?" বালক আপনার সলজ্জ মুখমণ্ডল ঈষৎ অবনত করিয়া বলিল, "উহার একধারে একটু ছেঁড়া আছে।" ছেঁড়া শুনিয়া বিবি আর সে কাপড় লইল না। কেবল বালকের মুখপানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেল। দোকানদার তখন একটু অন্যমনস্ক ছিল, সুতরাং তাহাদের কথাবার্ত্তা ভালরূপ শুনিতে পায় নাই, কিন্তু যে টুকু কাণে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে সে কতক কতক বুঝিতেও পারিয়াছিল। দোকানদার সেই দিনই বালকের পিতার নিকট বলিয়া পাঠাইল যে, তাঁহার পুত্রকে সে আর দোকানে রাখিতে পারিবে না। সে যে ভাবে কাজকর্ম্ম করিতেছে, তাহাতে

তাহার কারবার মাটী হইয়া যাইতে পারে। পিতা ভাবিলেন, পুত্র কি না অকর্ম্মই করিয়াছে! তিনি তাহাকে বিধিমতে শাসন করিবেন বলিয়া তদ্দণ্ডেই দোকানে আসিলেন, আসিয়া দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আমার পুত্রের কিসে ত্রুটি হইয়াছে, শুনিতে পাই না?" দোকানদার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সব বলিল। পিতা শুনিয়া একটু হাসিলেন, পরে দোকানদারকে বলিলেন, "মহাশয়, আমি আমার পুত্রকে আপনার দোকানে রাখিতেও চাহি না। আপনারা যে কাজ অন্যায় মনে করিতেছেন, আমি তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করি। আমার পুত্রের যে এরূপ অন্যায় কর্ম্ম করিবার সাহস আছে, তজ্জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। আর সে এরূপ অন্যায় কর্ম্ম যদি করিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে আরও ভাল বাসিব।" এই বলিয়া তিনি পুত্রটীকে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। দোকানদার অবাক্ হইয়া রহিল।

বালকের আশ্চর্য্য কর্ত্তব্যজ্ঞান।

কিছু কাল গত হইল, এক দিবস গ্রীষ্মকালে কোন অরণ্যে দুইটী ইংরাজ বালক একত্রে ক্রীড়া করিতেছিল; ইতিমধ্যে একজন অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করিল এবং ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি অদ্য কোন কার্য্য করিতে বিস্মৃত হইয়াছি, —আমি অদ্য প্রাতঃকালে উপাসনা করি নাই! তুমি আমার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।"—এই বলিয়া বালকটী তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া একটী নির্জ্জন স্থানে গমন করিল, এবং

উপাসনা সমাপন করিয়া পুনরায় ক্রীড়া স্থানে আগমন করিয়া আনন্দে ক্রীড়ায় রত হইল। বাল্যকালে এ প্রকার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কি আমাদের দেশের বালকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়? বালক দূরে থাকুক, অনেক বয়োবৃদ্ধদিগের মধ্যেও এ প্রকার ভাব দেখা যায় না। এই বালকটীর কর্ত্তব্যপরায়ণতা সকলের অনুকরণীয়।

রিচার্ড ব্যাক্‌ষ্টার।

গভীর চিন্তাশীল খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক রিচার্ড ব্যাক্‌ষ্টার যেরূপ উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সহিত ধর্ম্ম-প্রচারে রত ছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। তিনি বহু দিবস পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে পরমেশ্বরের মহিমাপ্রচারে এবং বহুসংখ্যক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রকাশে নিযুক্ত ছিলেন। এত পরিশ্রম করিয়াও তিনি নিমেষের জন্য বিশ্রামের প্রত্যাশা করিতেন না। বার্দ্ধক্য হেতু যখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখনও পূর্ব্বের ন্যায় জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের জন্য পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই। শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন বেদীতে উঠিবার সময় পাছে তিনি পড়িয়া যান, এই জন্য সর্ব্বদা একটী লোককে পশ্চাতে থাকিতে বলিতেন। সেই বীরপুরুষ তাঁহার দুর্ব্বলতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বরং যুবার ন্যায় উৎসাহ ও উদ্যমে পূর্ণ হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। এই মহাত্মা যখন মৃত্যু-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, তখন তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রমের

বিষয় সকলে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি অত্যন্ত বিনীত ভাবে এই কথা বলিলেন, "আমি পরমেশ্বরের হাতের কলম মাত্র ছিলাম, তবে কলমের আর মূল্য কি?" পরমেশ্বরের দাস তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম দেবতার জন্য পরিশ্রম করিতে নিমেষের জন্য বিরত থাকেন না,—তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনেই তাঁহার জীবনের অপার আনন্দ এবং সুখ,—তাহাই তাঁহার জীবনের অন্নপানস্বরূপ! তিনি অহর্নিশি তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ কিরূপে পালন করিবেন, সেই বিষয়ই চিন্তা করেন। যাঁহারা জগতের হিত সাধনের জন্য আপনার সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়া দিনযামিনী অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করেন না, তাঁহারাই মানবকুলে ধন্য। ইহাঁদের দ্বারাই জগতের অনেক মঙ্গল সাধন হয় এবং দেশ উদ্ধার পাইয়া থাকে।

কর্ত্তব্যজ্ঞান।

একদা রোমের সম্রাট ভেস্পেসিয়ান্ সেনেটের দ্বারা একটী অন্যায় আইন পাশ করাইতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এই সময়ে সেনেটে হেল্‌ভিডিয়াস্ নামক এক জন অত্যন্ত ন্যায়-পরায়ণ সভ্য ছিলেন। সম্রাট নিশ্চয় জানিতেন, হেল্‌ভিডিয়াস্ তাঁহার অন্যায় প্রস্তাবের বিরোধী হইবেন। এই জন্য তিনি তাঁহাকে ঐ দিনের সভায় অনুপস্থিত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন। হেল্‌ভিডিয়াস্ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, "আমাকে সেনেটের সভ্য পদ হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার সম্রাটের আছে বটে, কিন্তু যতদিন আমি সভ্য থাকিব, ততদিন আমি

সেনেটের অধিবেশন হইতে অনুপস্থিত থাকিয়া কর্ত্তব্যে অব-হেলা করিতে পারিব না।” সম্রাট বলিয়া পাঠাইলেন, “ভাল, অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে যদি আপনার মতামত প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে আপনার উপস্থিত থাকায় আমার কোন আপত্তি নাই।” হেল্‌ভিডিয়াস্ তদুত্তরে বলিলেন, কেহ যদি তাঁহার মত জিজ্ঞাসা না করেন, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বাক্ থাকিতে সম্মত আছেন। কিন্তু ভেস্পেসিয়ান্ বলিলেন, “তাহা হইতে পারে না। আপনি উপস্থিত থাকিলেই আপনার মত জিজ্ঞাসা করা হইবে।” হেল্‌ভিডিয়াস্ নির্ভীকভাবে এই প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন,—“তাহা হইলে যাহা আমি ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত মনে করিব, অবাধে তাহা করিবার পরামর্শ দিব।”

সম্রাট ভয়প্রদর্শন করিলেন, “যদি তাহা করেন, তবে আপ-নার বিপদ ঘটিবে! কারণ, নিশ্চয় জানিবেন, আপনি আমার প্রস্তাবের বিরোধী হইলে আপনার মস্তকচ্ছেদন করা হইবে।” হেল্‌ভিডিয়াস্ তাহার প্রত্যুত্তরে নম্রভাবে জানাইলেন, “মহাশয়! আমি কি কখনও আপনাকে বলিয়াছি যে, আমি অমর? দেবতাদের প্রতি ও আমার দেশের প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পালনের জন্য আমাকে যদি আপনার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে হয়, মনে করিবেন না যে আপনার ক্রোধের ভয়ে আমি তাহা হইতে বিরত হইব! আর যদি আপনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য আমার শিরশ্ছেদ করেন, ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ আমাদের উভয়ের কার্য্যের বিচার করিবে।”

কর্ত্তব্যপালন ও বাধ্যতা।

একদা প্রুশিয়া দেশের একটি রেলওয়ে ষ্টেসনে দুই দিক হইতে দুই খানি গাড়ী আসিতেছিল। এক খানি ট্রেণ নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই অপর খানিকে পার্শ্বস্থ রেলের (siding) মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। এমন সময়ে পয়েণ্ট্স্ম্যান্ (pointsman) দেখিল, তাহার শিশুসন্তান যে রেল দিয়া গাড়ী আসিবে, তাহার উপর ক্রীড়া করিতেছে! ইহা দেখিয়া সে একেবারে চমকাইয়া উঠিল। তখন যদি সন্তানকে রক্ষা করিতে যায়, তাহা হইলে গাড়ী পার্শ্বের রেলে আনা হয় না; সুতরাং দুই খানি গাড়ীতে ধাক্কা লাগিয়া অসংখ্য লোকের প্রাণ বিনাশ হয়। আবার গাড়ীর গতি ফিরাইতে গেলে সন্তানের প্রাণের আশা ছাড়িতে হয়। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সে সন্তানকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "দুইটী রেলের মধ্যস্থানে শুইয়া পড়।" এই কথা বলিয়াই সে নিজ কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হইল; এদিকে ট্রেণ বজ্রধ্বনিতে শিশুর দেহের উপর দিয়া চলিয়া গেল! বাষ্পীয়যানস্থ আরোহিগণ জানিতেন না যে, সেই সময় ঐ উন্নতহৃদয় পয়েণ্ট্স্ম্যানের অন্তঃকরণ কি বিষম সন্দেহের জ্বালায় দগ্ধ হইতেছিল! গাড়ী বাহির হইয়া গেলে সে তাড়াতাড়ি তাহার সন্তান যেখানে ছিল, সেই দিকে গেল। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, হয়ত নিকটে গিয়া সন্তানের ছিন্নদেহ দেখিতে পাইবে। কিন্তু বালক জ্ঞানোদয় অবধি বাধ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল। এজন্য সে পিতার আদেশমাত্র তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছিল। সুতরাং গাড়ী যখন তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহার কোনও আঘাত লাগে নাই। পিতা সন্তানকে অক্ষতদেহ

দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। একদিকে পিতার কর্ত্তব্যপরায়ণতা গুণে শত শত লোকের প্রাণ বাঁচিল, অপর দিকে শিশুর বাধ্যতাগুণে সে অক্ষত শরীরে থাকিয়া পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করিল। প্রুশিয়ার সম্রাট এই সংবাদ শুনিয়া ঐ পয়েণ্ট্স্ম্যানকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

আমেরিকার ব্যবস্থাপক।

প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল, নিউ ইংলণ্ডে একবার সূর্য্য-গ্রহণ হয়। গ্রহণের পূর্ব্বে চতুর্দ্দিক্ ভয়ানক অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আসিল। অনেকেই এই অবস্থা দর্শন করিয়া, অন্তিম বিচারের দিন সন্নিকট বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন। তখন কনেক্-টিকটের ব্যবস্থাপক এক সভায় কার্য্য করিতেছিলেন; ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত দর্শন করিয়া সভার এক জন সভ্য সে দিবস সভার কার্য্য স্থগিত রাখিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া একজন বৃদ্ধ পিউরিটান্ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, যদিও অদ্য সেই মহাবিচারের দিন উপস্থিত হইত, তথাপি তিনি সেই স্থানে থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে রত থাকিতেন! তিনি এই কথা বলিয়া সভার কার্য্য যাহাতে সুন্দররূপে চলিতে পারে, তজ্জন্য তথায় আলো আনিতে আদেশ করিলেন! অবিচলিত ভাবে কর্ত্তব্যের ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করা মহৎ জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ত্যাগস্বীকার।

আত্ম-সমর্পণ।

অনেক বৎসর গত হইল, স্কট্‌লণ্ডের একটী ক্ষুদ্র সহরে প্রচারক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আনীত হইয়াছিল, এবং প্রচারক যে দেশ হইতে সেই সভাস্থলে শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেই দেশের রীতিনীতি ও পোষাক সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় বর্ণনা করা হইতেছিল। সভাগৃহের এক পার্শ্বে একটী বালক দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে বালকের প্রাণে তরঙ্গ উঠিল। ঈশ্বর জড়োপাসকদের ভ্রান্তমত একমাত্র তাঁহার উপাসনায় ফিরাইবার জন্য প্রচারককে কত সুবিধা বলিয়া দিয়াছেন, এই কথা সে যত ভাবিতে লাগিল, ততই যেন তাহার প্রাণের ভিতরে ঝড় বহিতে লাগিল, হৃদয়ের স্থৈর্য্য বিলুপ্ত হইল,—চক্ষে জল আসিল। সে মনে মনে ভাবিল, "আমি যদি বাঁচিয়া থাকি, প্রচারক হইব। প্রচারক হইয়া স্বয়ং জড়োপাসকদিগের নিকটে গিয়া যাহাতে তাহাদিগকে এক মাত্র সত্য ঈশ্বরের দিকে ফিরাইতে পারি, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" ক্রমে সভা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। সভা ভঙ্গ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চাঁদা সংগ্রহ করিবার কথা উত্থাপিত হইল। চাঁদার কথা শুনিয়া বালকটী পকেটে হাত দিয়া দেখিল কিছুই নাই, বড় দুঃখিত হইল।

দুঃখে লজ্জায় তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল,—ক্ষুদ্র হৃদয় তরঙ্গো-দ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় বিচলিত হইল। নীচে নামিতে যেন তাহার আর ইচ্ছা হইল না। তার পর সভা ভঙ্গ হইল, —সকলে চলিয়া গেল। বালক, সকলে চলিয়া গিয়াছে ভাবিয়া, আস্তে আস্তে নামিতে লাগিল। দুটী ভদ্রলোক, কত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে দেখিবার জন্য, সেই সময়ে "থলে" লইয়া নামিতেছিলেন। নামিতে নামিতে পশ্চাতে দূরাগত পদশব্দ তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। যে কর্ত্তব্যের ভার তাঁহারা লইয়াছিলেন, সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে পদশব্দ শুনিয়াই দাঁড়াইলেন। বালকটী আসিবামাত্র থলেটী তাহার সম্মুখে ধরিলেন। বালকের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে অনেকক্ষণ ভাবিয়া থলে নীচু করিয়া ধরিতে বলিল, তাঁহারা তাহাই করিলেন। বালক তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না; বলিল, "আরো নীচু করুন।" তাহাই করা হইল।—কিন্তু তবুও তাহার মনোমত হইল না; সে একটু উচ্চ স্বরে বলিল, "মেজেতে রাখুন।" তাঁহারা বালকের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন, অথচ কোন কথা না কহিয়া থলেটী আস্তে আস্তে মেজেতে রাখিলেন। বালক সন্তুষ্ট হইল, থলের উপরে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার টাকা দিয়া সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই; আমি আমাকে দিব! সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আমি সকলের সমক্ষে বলিতেছি, আমি প্রচারক হইব।" সে দিন ইহা অপেক্ষা বেশী চাঁদা তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

নিঃস্বার্থ প্রচারক।

একজন ধর্ম্মপ্রচারক কিছু সময়ের জন্য এক বার ডব্লিন্ নগরে গমন করেন। তিনি একদিবস তথায় একটি ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করিলে তত্রস্থ লোকেরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁহাকে কিছু অর্থ প্রদান করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। উদারচেতা প্রচারক তাহা গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত, শ্রবণ করিয়াও তাঁহারা পুনঃ পুনঃ মুদ্রা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সদাশয় প্রচারক তাঁহাদিগের এই প্রকার অনুরোধে মুদ্রা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আপনারা কি সত্যই তবে আমাকে এই মুদ্রাগুলি প্রদান করিলেন? আমি কি এক্ষণে এ টাকা আমার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? আমি কি আমার ইচ্ছানুসারে এই মুদ্রা ব্যয় করিতে পারি?" সহৃদয় প্রচারকের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, হাঁ!" প্রচারক উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "প্রভু পরমেশ্বরের নাম গৌরবান্বিত হউক্। এখানে পরমেশ্বরের কৃপার নিদর্শন দেখুন, আপনাদিগের দরিদ্র দাতব্য ধনাগারের অবস্থা বড় ভাল নহে, তাহা আমি শুনিয়াছি;—এই দাতব্য ধনাগারের সাহায্যের জন্য আপনারা ইহা গ্রহণ করুন। এই পবিত্র অর্থ উক্ত ধনাগারের জন্য উৎসর্গীকৃত হইল। প্রভু পরমেশ্বরের নাম ধন্য হউক্! প্রিয় বন্ধু এবং ভ্রাতৃগণ, আমি অন্তরের সহিত আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

প্রাণরক্ষা।

বিগত ১৮৮২ সালে মাঞ্চেষ্টর্ নগরে কোন বক্তৃতায় লর্ড শ্যাফ্‌ট্‌সবেরি নিম্নলিখিত সুন্দর ঘটনাটীর উল্লেখ করিয়াছিলেন। সে দিন নবজীলণ্ড্-দেশযাত্রী একখানি জাহাজ ইংলিস্ চ্যানেলে চড়ায় লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। জাহাজের যাত্রী প্রায় সকলেই জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যখন ভগ্ন জাহাজের ভিতরে, উপরে, পাশে, চারিদিক্ হইতে জলরাশি তীব্রবেগে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন কামরা হইতে একটী রমণী ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া ডেকের উপরে আসিলেন, এবং শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অঁ্যা! উপায় কি? এখন বোট কোথায়?"—একজন নাবিক উত্তর করিল,—"তোমার জন্য কোন বোট্ এখানে নাই!"—সেই মহিলা প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া শূন্যনয়নে চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। ডেকের এক পাশে একটী বালক দাঁড়াইয়াছিল,—বীরত্ব এবং সাধুতা তাহার সরল মুখমণ্ডলে দীপ্তি পাইতেছিল। সে ত্রস্তভাবে নিরাশায় শুষ্কপ্রাণা অবলার কাছে আসিয়া বলিল, "দেখুন,—আপনি ত সাঁতার জানেন না;—কিন্তু আমি ভাল রকম সাঁতার দিতে পারি। আমার এই বয়াটী আপনি লইয়া ইহার সাহায্যে কূলে উঠুন! আমি সাঁতারিয়া পার হইতেছি।" —তখন জাহাজ মগ্নপ্রায়,—চারি দিকে বড় বড় ঢেউ আসিয়া লাফাইয়া পড়িতেছে,—অতি সত্বরেই সকলের জীবন্তে সমাধি হইবে! তিলমাত্র বিলম্ব করিবার সময় নাই,—সেই বয়া লইয়া রমণী জলে পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে বালকটীও ঝাঁপ দিয়া পড়িল!

যত দূর শক্তি ছিল, বালক সেই সাগর-বক্ষ ভেদ করিয়া সাঁতার দিয়া চলিতে লাগিল। শীঘ্রই ক্লান্তিতে তাহার হস্তপদ শিথিল হইয়া পড়িল;—অবশেষে তাহাকে সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় তীরে পাওয়া গিয়াছিল। এ দিকে সেই বালকের উদার হৃদয়ের কল্যাণে স্ত্রীলোকটী প্রাণে রক্ষা পাইলেন। কি স্বার্থত্যাগ! নিজের প্রাণের মায়া কাটাইয়া সঙ্কটের সময় কে আপনার জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় অপরের প্রাণ রক্ষার সাহায্যে প্রদান করিতে পারে? কিন্তু এই নাবিক বালক মৃত্যুর গুহাদ্বারে অবস্থিত থাকিয়াও অকুতোভয়ে একটী অসহায়ার প্রাণরক্ষার্থে নিজের lifebuoyটী তাঁহাকে দিয়া সমস্ত বিপদের ভার নিজের মাথার উপর গ্রহণ করিয়াছিল! এই ত প্রকৃত বীরত্ব!

অবিশ্রান্ত পরিশ্রম।

এক বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক বহুদিনব্যাপী রোগের হস্তে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি তাঁহার অসুস্থতা সম্বন্ধে তিনজন চিকিৎসকের মত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন যে, তিনি যে ভাবে জীবনযাপন করিবেন, তদনুসারে তিনি অল্প বা অধিক দিন বাঁচিতে পারেন। কিন্তু তিন জনেই এক-বাক্যে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, সে অবস্থায় মানসিক পরিশ্রম করিলে শীঘ্রই তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে। ধর্ম্মযাজক তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি তিনি সকল কর্ম্ম

হইতে অবসর লইয়া বিশ্রাম করেন, তাহা হইলে কত দিন বাঁচিতে পারেন। চিকিৎসকগণ বলিলেন, "ছয় বৎসর।" ধর্ম্মযাজক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "যদি কর্ম্ম হইতে অবসর না লই, তাহা হইলেই বা কত দিন বাঁচিতে পারি?" "বড় জোর তিন বৎসর।" তখন সেই ঈশ্বরের সেবক উত্তর করিলেন, "মহাশয়গণ! অলসভাবে ছয় বৎসর বাঁচা অপেক্ষা কোনও সৎকার্য্য করিয়া যদি তিন বৎসর বাঁচিয়া থাকা যায়, তাহাও আমি শ্রেয়ঃ মনে করি।"

ইহারই নাম ঈশ্বরের কার্য্যে দেহপাত করা। বাস্তবিক, ঈশ্বরের সেবক যিনি, তিনি সম্পদে বিপদে, সুস্থতায় অসুস্থতায়, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই ঈশ্বরের কার্য্য করিতে পারিলে সুখী হন। অলস ভাবে জীবন যাপন করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য। ঈশ্বরের কার্য্যে দেহপাত হয়, সেও স্বীকার, তথাপি তিনি অলস হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না।

তেগ্ বাহাদুর।

দুর্দ্দান্তপ্রতাপ সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল। নব-ধর্ম্মোৎসাহে মত্ত শিখ সম্প্রদায়ের উপর উৎপীড়ন চলিতেছে। শিখদিগের নেতা এবং দলপতিদিগকে অপদস্থ, কারারুদ্ধ এবং অবশেষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইতেছে। ধর্ম্মান্ধ বাদশাহের কোপানলে যে সকল বিধর্ম্মী বীরপুরুষ জীবন আহুতি দিয়াছেন, তাহার মধ্যে তেগ্ বাহাদুরের নাম বিশেষ পরিচিত। ইনি গুরু গোবিন্দ সিংহের পিতা। পিতাপুত্রে সমান তেজস্বী, সমান

বীর্য্যশালী ছিলেন। দিল্লীর রাজদরবারের সহিত কোন কারণে মনান্তর হওয়াতে তেগ্‌বাহাদুরের একজন শত্রু চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে সম্রাটের বিষনয়নে ফেলিবার চেষ্টা করেন; সেই চেষ্টার ফলে শিখবিদ্বেষী আওরঙ্গ্‌জেব্ তেগ্‌বাহাদুরের বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেই যুদ্ধে বীর শিখ পরাজিত এবং বন্দী হইলেন। তাঁহাকে বিচারার্থ সম্রাটের দরবারে আনা হইল। বিচারে (বা অত্যাচারে) তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইল। বিজয়ী আওরঙ্গ্‌জেব্ শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহকে প্রলোভন দ্বারা ধর্ম্ম-ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিয়া অবশেষে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"ভাল,তোমার নূতন ধর্ম্ম প্রমাণ করিবার জন্য এখনই এই সভাস্থলে কোন অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে পার?" তেগ্‌বাহাদুর এই উপহাসে মর্ম্মবিদ্ধ হইলেন, অনেক কষ্টে তেজস্বী ভাব দমন করিয়া বলিলেন,—"**একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা ভিন্ন মানবের আর ধর্ম্ম নাই।** অলৌকিক ক্রিয়া আমি এখানে দেখাইতে আসি নাই। তবে একটা আমি দেখাইতেছি; একটু কাগজ এবং মসীপাত্র দিন্; আমি সেই টুক্‌রা কাগজে কয়েকটী কথা লিখিয়া তাহা আমার কণ্ঠে ধারণ করিব,—ঘাতকের অসি সে স্থান যেন স্পর্শ না করে।"—তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী লিখিবার উপকরণ আনীত হইলে তিনি তাঁহার প্রাণের গুটিকতক কথা লিখিয়া তাহা গলায় বাঁধিয়া রাখিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিষ্ঠুর সম্রাটের আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইল,—ঘাতকের হস্তে বীর শিখের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল! শিরশ্ছেদের পর সকলে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া

সেই কাগজ খুলিয়া পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। নৃশংস আওরঙ্গ্‌-জেব্‌ চমকিত হইয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছেঃ—

"শির্‌ দিয়া আওর্‌ শের নেহি দিয়া!"

"শির দিলাম, কিন্তু ধর্ম্ম দিলাম না!" কি জ্বলন্ত বীরত্ব! ধর্ম্মের জন্য তেগ্‌বাহাদুর অনায়াসে শির সমর্পণ করিয়া আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে মুদ্রিত করিয়া গেলেন।

অদ্ভুত কর্ত্তব্য সাধন।

যখন দুর্ম্মতি, নৃশংসহৃদয় অভিমানী সম্রাট্‌ টার্কুইন্‌ রোম রাজ্যের সিংহাসনকে কলঙ্কিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে রোম নগরে ব্রুটাস্‌ নামক এক পরম দেশহিতৈষী ব্যক্তি বাস করিতেন। যখন সম্রাটের অত্যাচার শেষ সীমায় উপনীত হইল, তখন এই মহাত্মার প্রযত্নেই রোমের দুরবস্থা অপনীত হইয়া পুনরায় স্বাধীনতা-সূর্য্যের অভ্যুদয় হয়। ইঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতার কথা শুনিলে অবাক্‌ হইতে হয়। ইনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে পুত্রবাৎসল্যকেও বলিদান করিতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা কুণ্ঠিত হন নাই। রোমে যখন পরিশেষে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হইল, তখন উন্নতমনা ব্রুটাস্‌ সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিয়োজিত হইলেন। ব্রুটাস্‌ রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াই রাজ্য বিদ্রোহিশূন্য করিবেন, এইরূপ কৃত-সংকল্প হইলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি অল্প দিন মধ্যেই জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্র বিদ্রোহিদলভুক্ত। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র পুত্রকে ধৃত করিয়া তাহাকে

অনতিবিলম্বে বিচারালয়ে বিচারার্থ আনয়ন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার আত্মীয়গণ ও রোমনগরবাসী অনেকেই পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ তাঁহাকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দৃঢ় কর্ত্তব্যবুদ্ধি কোমল পুত্রবাৎসল্যকে পরাজয় করিল। তিনি বুঝিয়া দেখিলেন, রোম রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁহার পুত্রের মৃত্যু আবশ্যক হইয়াছে; এবং যেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, অমনি প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে ঘাতকের প্রতি আদেশ করিলেন। এই নৃশংস আদেশ প্রতিপালিত হয় কি না, স্বয়ং তাহা দেখিবার জন্য সেই ভীষণ বধ্যভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যতক্ষণ না ঘাতক বিদ্রোহীর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল, ততক্ষণ অটলভাবে তথায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন! অবশেষে তনয়ের রক্তে সেই ভীষণ বধ্যভূমি রঞ্জিত হইলে তাঁহার পুত্রস্নেহের নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাস খুলিয়া গেল,—পুত্রশোকের তীব্র অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন!

কর্ত্তব্যের জন্য প্রাণদান।

কিছুকাল গত হইল, আল্‌স্‌ প্রদেশে একটী রেলওয়ে টনেলের মুখে একখানা প্রকাণ্ড পাথর পড়িয়া পথ বন্ধ হইয়া যায়। সেই সময়ে একখানি ট্রেণ আসিবার সম্ভাবনা ছিল। পাছে ট্রেণ মারা যায়, এই আশঙ্কায় এক জন সাহসী কর্ম্মকার পাথর সরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং অনেক পরিশ্রমের পর পথ পরিষ্কার করিল। কিন্তু পথও পরিষ্কার হইয়াছে, এদিকে

দ্রুতগামী ট্রেণও বিদ্যুতের ন্যায় সেই বীরপুরুষের দেহের উপর দিয়া চলিয়া গেল! তৎক্ষণাৎ চক্রতলে নিষ্পেষিত হইয়া তাহার প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল। কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মকার প্রাণ দিয়া ট্রেণের বহুসংখ্যক আরোহীর প্রাণ রক্ষা করিল!

ধর্ম্মের জন্য জীবনদান।

অনেক দিন গত হইল, কোন এক অত্যাচারী রাজার রাজত্ব সময়ে ছয় জন লোককে ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। রাজা এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা আপন আপন ধর্ম্মবিশ্বাস অস্বীকার করিতে পারে, তাহা হইলে উহাদিগকে কারামুক্ত করা যাইবে। বিশ্বাসী বন্দীগণের মধ্যে সকলেই এই কঠিন আজ্ঞা শুনিয়াও আপনাদিগের মত অস্বীকার করিতে অসম্মত হইলেন। তথাপি রাজা পুনর্ব্বার বিবেচনার জন্য তাঁহাদিগকে এক বৎসর কাল সময় প্রদান করিলেন। এই ছয় জনের মধ্যে একটী বালক ছিল। বালকের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হইবে না।

অবশেষে সেই এক বৎসর চলিয়া গেল, তাঁহাদের প্রাণবধের দিন উপস্থিত। দণ্ডাজ্ঞা তাঁহাদের সমক্ষে পঠিত হইল; এবং তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে এখনও মৃত্যুদণ্ড হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহারা পুনরায় স্ব স্ব পরিবার লইয়া সুখী হইতে পারেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই বলিলেন, "আমাদের ভয় নাই! আমরা আপন আপন স্ত্রী পুত্র স্বজন প্রভৃতি সকলকেই

ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়াছি ;—তিনি তাঁহাদের ভার লইয়াছেন। অতএব ও সকল কথা আর বলিও না,—আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।” এমন সময় তাঁহাদের জীবনবিনাশের ঘণ্টা পড়িল! এখনই তাঁহাদের প্রাণবধ হইবে,—আর বিলম্ব নাই। এমন সময়ে একটী ভদ্রলোক আসিয়া সেই বালকটীকে বলিলেন, “বৎস! কেন ভ্রমে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেছ? তোমার ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ কর। আমি চিরজীবনের জন্য তোমার প্রতিপালনের ভার লইব।” বালক সহাস্য বদনে অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিল, “আমি ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে আমার কোন লাভ নাই। স্বর্গে আমার জন্য অতুল ঐশ্বর্য্য গচ্ছিত রহিয়াছে! পিতা আমাকে ডাকিতেছেন ; আমি যাইয়া তাঁহাকে দেখাইব, তাঁহার জন্য আমি কি না করিতে পারি। এখন আমাদের যাইবার সময় উপস্থিত, আমরা তাঁহার নিকট কাঁদিয়া এই প্রার্থনা করিব যে, আমরা যেন হাসিতে হাসিতে শান্ত ভাবে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে পারি। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কথা শুনিবেন, এবং চির গৌরবের মুকুট আমাদের মস্তকে পরাইবেন!” এই কথা শেষ হইবামাত্র নিষ্ঠুর ঘাতক সকলের শিরশ্ছেদ করিল!

সার্ ফিলিপ্ সিড্নি।

১৫৮৫ খৃঃ অব্দে মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে যখন স্পেনের সহিত ইংলণ্ডের বিরোধ চলিতেছিল, তখন হলণ্ড-

দেশে জুট্‌ফেন্ নগরপ্রান্তে দুই পক্ষে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে সেনানী সার্ ফিলিপ্ সিড্‌নি সাংঘাতিকরূপে আহত হন। সিড্‌নি কার্য্যদক্ষতা এবং চরিত্রের সাধুতার জন্য সাধারণের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। যখন তাঁহাকে সমরক্ষেত্র হইতে শুশ্রুষার জন্য স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন অত্যন্ত তৃষাতুর হইয়া তিনি কিছু পানীয় চাহিলেন। ভীষণ রণক্লেশের পর আহত হইয়া,পিপাসা দূর করিবার জন্য সবে মাত্র পানপাত্র মুখে দিতে যাইতেছেন,—এমন সময় দেখিতে পাইলেন, আর এক জন আসন্নমৃত্যু সৈনিককে সেই পথ দিয়া বাহকেরা লইয়া যাইতেছে। যাইবার সময় সেই শুষ্ককণ্ঠ মৃতপ্রায় সৈনিক অনিমেষ নয়নে,তৃষ্ণার শান্তি,সিড্‌নির হস্তস্থিত সেই পানপাত্রের দিকে চাহিয়া গেল। বীর, উদারহৃদয় সিড্‌নি বুঝিতে পারিয়া নিজের ভয়ানক পিপাসা সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ সেই পানীয় তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন,—"তোমার অভাব আমার অপেক্ষাও গুরুতর!" মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও যিনি এইরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে পারেন, তাঁহার হৃদয়ে দেবত্ব আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দয়া।

নিঃস্বার্থ পরোপকার।

একবার আল্‌পস্‌ পর্ব্বতে অত্যন্ত বরফ পড়িয়া সেই বরফ শীঘ্র শীঘ্র গলিয়া যাওয়াতে ইটালির উত্তরাংশে ভয়ানক বন্যা হয়। তাহাতে তত্রত্য আডিজ নদীর স্রোত এরূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তাহার বেগে ভেরোনা নগরের নিকটস্থ একটী সেতুর মধ্যভাগ ভিন্ন সমুদায় অংশ একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। ঐ মধ্যভাগে সেতুর কর আদায়কারী কর্ম্মচারীর বাসগৃহ অবস্থিত। সুতরাং ঐ ব্যক্তি সপরিবারে তরঙ্গমালাবেষ্টিত হইয়া অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইল। তাহাদের বাসগৃহের নিম্নস্থ খিলান খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে; আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাহাদের দশা কি হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। তীরস্থ লেকেরা কম্পিত হৃদয়ে দেখিল,তাহারা প্রাণভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া চীৎকার করিতেছে, ও দর্শকবৃন্দের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। কাউণ্ট অব্‌ পল্‌ ভোরনাই নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তীরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ বিপন্ন পরিবারের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি একখানি নৌকা লইয়া গিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিতে পারিবে, তাহাকে একশত সিকুইন্‌ (ইটালীয় মুদ্রাবিশেষ) পুরস্কার দিবেন। কিন্তু স্রোতের বেগ

যেরূপ ভয়ানক, পাছে তাহাতে ভাসাইয়া লইয়া যায়, বা সেতুতে ধাক্কা লাগিয়া নৌকা চূর্ণ হইয়া যায়, কিম্বা খিলান ভাঙ্গিয়া পড়িয়া নৌকা ডুবিয়া যায়, এই ভয়ে সেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয়। ঐ সময়ে একজন কৃষক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে উপস্থিত দুর্ঘটনা ও কাউণ্টের প্রতিশ্রুত পুরস্কারের বিষয় অবগত করিল। সে তৎক্ষণাৎ একখানি নৌকা লইয়া অসুরপরাক্রমে নদীর মধ্যভাগে সেতুর পতনোন্মুখ ভগ্নাবশেষের নিকট উপস্থিত হইল। একগাছি কাছির সাহায্যে ঐ বিপন্ন পরিবারের সকলে একে একে নৌকায় নামিলে পর, সে ব্যক্তি তাহাদিগকে বলিল, "এক্ষণে সাহস অবলম্বন কর, তোমাদের আর ভয় নাই।" এই বলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলের সহিত চেষ্টা করিয়া, তাহাদিগকে লইয়া নিরাপদে তীরে উত্তীর্ণ হইল। তখন কাউণ্ট তাহার সাহসের প্রশংসা করিয়া তাহাকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিতে গেলেন। কিন্তু কৃষক বলিল, "আমি অর্থের জন্য কখনই বিপদে ঝাঁপ দিই নাই। আমি পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করি, তাহাতে আমার নিজের ও স্ত্রীপুত্রকন্যার সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। এই বিপন্ন পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; উহাদিগকেই ঐ অর্থ প্রদান করুন।"

এরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকারের দৃষ্টান্ত এ সংসারে বড় বিরল। অনেক স্থলে লোকে অপরের উপকার করিবার সময় তাহার নিকট, বর্ত্তমানে না হউক, অন্ততঃ ভবিষ্যতে, কোন না কোনও

রূপ প্রতিদানের প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু এই দরিদ্র কৃষক, যে শারীরিক পরিশ্রম মাত্র দ্বারা দিনপাত করিয়া থাকে; যাহার পক্ষে এক শত সিকুইন্ বড় সামান্য অর্থ নহে, সে অনায়াসে হস্তগত মুদ্রাকে তুচ্ছ করিল, এবং নিজের কর্ত্তব্য-পালন করাকেই যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া মনে করিল! ইহাকেই বলে নিষ্কাম ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ত্তব্য পালন করে, যে কেবল ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য বলিয়াই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, অন্য কোনও পুরস্কার বা সুখের প্রত্যাশা করে না, সামান্য কৃষক হইলেও সে সাধু মহাত্মা। দরিদ্র ও বিদ্যাবিহীন হইলেও সে ভক্তির পাত্র। তাহার চরিত্র সকলেরই অনুকরণীয়। এই একটী কার্য্য দ্বারা ঐ দরিদ্র কৃষকের লোভহীনতা, উদারতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও নিঃস্বার্থ পরোপকারের ভাব কেমন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইল!

পরোপকারের সুখ।

কয়েক বৎসর গত হইল, পারিস্ নগরে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের জীবনে একটী চমৎকার ঘটনা ঘটিয়াছিল। অগাধ ধন সম্পত্তির অধিপতি হইয়া তিনি বিলাসসুখে মত্ত থাকিতেন, জীবনের কোন কর্ত্তব্যের দিকেই ফিরিয়া চহিতেন না। অসার আমোদ প্রমোদে কতকালই বা সচ্ছন্দে সময় কাটিয়া যায়? কিছু দিন ভোগসুখে পরিতৃপ্ত হইবার পরই তাঁহার প্রাণে শূন্যতা অনুভূত হইতে লগিল। তাঁহার সমস্ত জীবন আলস্যের অবসাদময় সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল,—কু-অভ্যাস-

বশতঃ কোন কার্য্যেই তিনি উৎসাহী হইতে পারিতেন না, অথবা মানবজীবনের গভীর দায়িত্ব তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইত না। ক্রমে আলস্য হইতে নিস্তেজ ঔদাসীন্য,—এবং তাহা হইতে সংসারের উপর কেমন এক প্রকার বিরক্তি আসিয়া পড়িল। অবশেষে তাঁহার মানসিক অবস্থার এত দূর অধঃপতন হইল যে, জীবন ধারণ করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার সময় জীবনের উপর দারুণ বিতৃষ্ণা লইয়া অতি সঙ্গোপনে তিনি নিকটস্থ সীন্ নদীতে ডুবিয়া মরিবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। যখন নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখনও ঠিক্ অন্ধকার হইয়া আসে নাই। পাছে কেহ সন্ধান পাইয়া তাঁহার অপমৃত্যুর পক্ষে বাধা দেয়, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ বেড়াইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই রূপ বেড়াইতে বেড়াইতে অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার নিকট স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটী মুদ্রাধার রহিয়াছে! যে ভীষণ অভিসন্ধি লইয়া তিনি আসিয়াছেন, তাহাতে এখন আর অর্থের কোন প্রয়োজনই ছিল না। তাঁহার মনে হইল, সর্ব্বশুদ্ধ জলে ঝাঁপ দিয়া মরিলে সে অর্থে সংসারের কোন লাভই হইবার সম্ভাবনা নাই,—বরং অন্তিম কালে কোন দরিদ্র পরিবারকে টাকাগুলি দিয়া গেলে যথেষ্ট উপকার হইবে, টাকার সদ্ব্যবহার হইবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি সেখান হইতে একটী দরিদ্রপল্লীতে চলিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়াই একটী দরিদ্রের হীন পর্ণকুটীর দেখিতে পাইলেন, এবং অবিলম্বেই গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিলেন। দেখেন, এক জীর্ণ মলিন শয্যায় জননী রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়া আছেন,—আশে-পাশে পাঁচ ছয়টী বালক বালিকা ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া, অনশনে অযত্নে ম্রিয়মাণ হইয়া, মাতার নিকট খাবার চাহিতেছে! পরিবারটীর মধ্যে জীবন্ত দারিদ্র্য তাহার বিকট লীলা প্রকাশ করিয়া বসিয়া আছে! তাহাদের হৃদয়বিদারিণী দুরবস্থা দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই মুদ্রাধারটী পীড়িতা রমণীর হস্তে প্রদান করিলেন। আশাতীত অর্থ অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া মাতা ও শিশুগণের যাতনাময় অশ্রু হর্ষের অশ্রুতে পরিণত হইল। তাহারা এত সরল এবং আবেগপূর্ণ ভাষায় তাহাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইল যে, উপকারক বিস্মিত হইলেন। তাঁহার প্রাণে এমন অভূতপূর্ব্ব পবিত্র আনন্দ উথলিয়া উঠিল যে, তিনি নিজের অবস্থা দেখিয়া নিজে আরও আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন। দুঃখীর চক্ষের জল মুছাইতে পারিলে যে এত নির্ম্মল সুখ পাওয়া যায়, তাহা তিনি জানিতেন না। এখন এই আনন্দের কিরণ তাঁহার বিষাদ-তিমির অপনীত করিল, এ জীবন যে কেবল নিরর্থক, শুষ্ক মরুসম কঠোর নহে,—সকল প্রকার অবস্থাতেই যে মহৎ ব্রতে নিযুক্ত থাকিয়া জীবনকে মধুময় করা যায়,—তাহা তিনি এখন বুঝিলেন। আত্মহত্যার সংকল্প পলায়ন করিল। পার্থিব জীবনের উপর অনুরাগ ফিরিয়া আসিল;—তিনি আয়ুষ্কালের অবশিষ্ট অংশ পরোপকার ব্রতের জন্য উৎসর্গ করিলেন। এই প্রকারে ভবিষ্যতে তিনি তাঁহার সৎকীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পরের জন্য স্বার্থত্যাগের এমনই আনন্দ, এমনই প্রভাব!

একটী দয়াবতী স্ত্রীলোক।

এক দিন একটী দয়াবতী স্ত্রীলোক এক পিতৃমাতৃহীন, দুঃখ-প্রপীড়িত বালকের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া এবং তাহার দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া, স্বদেশীয় কোন এক সম্ভ্রান্ত দেশ-হিতৈষী ভদ্রলোকের নিকট সাহায্যার্থে গমন করিলেন। তাঁহাকে সেই অসহায় বালকের কথা সমস্ত অবগত করাতে সেই উদারহৃদয় ভদ্রলোকটীও তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "দেখ, ঐ বালকের যখন যাহা আবশ্যক হইবে, আমি তাহা প্রদান করিব; সমস্ত বিষয়েই সে যেন আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে।" ইহা শ্রবণ করিয়া সেই দয়াশীলা স্ত্রীলোক সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন, "দেখুন, এই বালকটী যখন বয়োপ্রাপ্ত হইবে, তখন আমি ইহাকে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে ও আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে শিক্ষা দিব।" সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাকি যশ, মান, সুখ্যাতি কিছুই চাহিতেন না, তাই তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছ। বল দেখি, বৃষ্টির জন্য আমরা কি কখন জলধারাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকি? ঐ বালককে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দাও। যিনি বৃষ্টির কারণ, যাঁহারই প্রদত্ত ধনে এই বালক প্রতিপালিত হইতেছে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে সমস্ত কার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতে শিক্ষা দাও। তিনিই ধন্যবাদের উপযুক্ত, আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র।"

আশ্চর্য্য দয়া।

একদিবস ব্রিষ্টলের কোন একটী দাসবিক্রয়-গৃহে একজন বৃদ্ধ কাফ্রিকে বিক্রয় করিবার জন্য বিক্রয়মঞ্চের উপরে উপস্থিত করা হইল। এমন সময় একটী বালিকা ক্রীড়া করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত। বৃদ্ধ বয়সের আধিক্য-বশতঃ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, এই দৃশ্য দেখিয়া বালিকার কোমল প্রাণে আঘাত লাগিল। সে আর থাকিতে পারিল না, একেবারে বিক্রেতার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পাড়ল, এবং তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "মহাশয়! আমি আপনার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি এই বৃদ্ধ লোকটিকে ছাড়িয়া দিন, না হয় ইহার পরিবর্ত্তে আমাকে বিক্রয় করুন্!" বালিকার এই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দাসবিক্রেতার কঠিন প্রাণও মুহূর্ত্তের জন্য কাঁদিয়া উঠিল! সে তাহাকে কোলে লইয়া সাদরে মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "বাছা, এত অল্প বয়সে কে তোমাকে দুঃখীর জন্য কাঁদিতে শিখাইয়াছে! তুমি কেন এত কাঁদিতেছ? কি চাও, স্পষ্ট করিয়া বল।" বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল, "মহাশয়! আমার এই ভিক্ষা, বৃদ্ধটিকে মুক্ত করুন্।" বিক্রেতা বলিল, "ঈশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবী করুন্! আমি এই বৃদ্ধকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলাম, যাহা হয় কর।" বালিকা তখন বিক্রেতার ক্রোড় হইতে নামিয়া তাহাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সেই আজন্মদুঃখী কাফ্রির হস্ত ধরিয়া আহ্লাদিত মনে মাতার নিকটে লইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সাধুতা।

নিঃস্বার্থ পরোপকার।

সম্প্রতি কোনও বাঙ্গালী ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইবার জন্য গাড়ী করিয়া হাবড়া ষ্টেসনে যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার নোট ছিল। তাড়াতাড়িতে অন্যমনস্কতাবশতঃ তিনি ঐ নোটগুলি বাক্সের মধ্যে তুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং নোট বাহিরেই রহিয়া গেল। গাড়ী চলিতে চলিতে নোটের তোড়াটী পড়িয়া যায়। একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহা দেখিতে পাইয়া নোটগুলি কুড়াইয়া লয়েন, এবং যাঁহার নোট তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে থাকেন। মধ্যে এক স্থানে গাড়ীর ভিড়ে পথ বন্ধ হওয়ায় ঐ উত্তরপশ্চিমাঞ্চল যাত্রী ভদ্রলোকটীর গাড়ী থামিল। তখন ঐ বৃদ্ধ তাঁহার গাড়ী ধরিয়া তাঁহাকে নোট গুলি ফিরাইয়া দিলেন। তিনি প্রথমে কি হারাইয়াছে, তাহা অনুমান করিতেই পারেন নাই। পরে নোটের তাড়াটী পাইয়া তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত ঐ ভদ্রলোকটীকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে চাহিলেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও বৃদ্ধ তাঁহার প্রদত্ত অর্থ লইতে অস্বীকৃত হইলেন, এবং বলিলেন, "আমার স্বর্গীয় পিতার গৃহে ধনরত্নের অভাব নাই!" পাছে

উপকৃত ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোনও প্রত্যুপকারের চেষ্টা করেন, এই মনে করিয়া তিনি নিজের কোনও পরিচয় দিলেন না। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী পরে একবার ঐ সদাশয় বৃদ্ধকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেও তাঁহার আর কোনও উদ্দেশ পাইলেন না। কিন্তু এই ঘটনা হইতে তাঁহার মন একেবারে ফিরিয়া গিয়াছে, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃঢ় ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে।

ঐ বৃদ্ধ যে প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার কথা ও ব্যবহার দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি সাধুতাকেই সারধন বলিয়া বুঝিয়াছেন, ঈশ্বর-প্রেমকেই অমূল্য রত্ন বলিয়া জানিয়াছেন; তাই তিনি এত সহজে পার্থিব ধনরত্ন তুচ্ছ বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন। আহা কি উচ্চ, কি মধুর কথা! "আমার স্বর্গীয় পিতার গৃহে ধনরত্নের অভাব নাই।" বাস্তবিক, যিনি ঈশ্বরের চরণলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার আবার অভাব কিসের! তিনি সংসারের সারধনে ধনী হইয়াছেন। এই ঘটনা হইতে আরও দেখা যায়, প্রকৃত সাধুতা ও সদ্দৃষ্টান্তের প্রভাব কত। হয়ত সহস্র উপদেশপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বা পাঠ করিয়াও উক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকটীর মনে ঈশ্বর-ভক্তির উদ্রেক হয় নাই, কিন্তু এই এক সদ্দৃষ্টান্তের প্রভাবে তাঁহার চিত্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে ফিরিয়া গেল।

কাফ্রি বালক।

দক্ষিণ আমেরিকার কোন বন্দরে এক সময়ে একটী কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ কাফ্রি বালক বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। ক্রেতাদিগের মধ্যে কোন সহৃদয় ব্যক্তির বালকটীর অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে বড় দয়ার উদ্রেক হইল। হতভাগ্য বালকটী কোন নিষ্ঠুর প্রভুর হস্তে পতিত না হয়, এই জন্য তিনি নিজেই তাহাকে ক্রয় করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। বালকটীকে ক্রয় করিবার পূর্ব্বে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, আমি যদি তোমায় ক্রয় করি, তা'হ'লে তুমি সচ্চরিত্র হ'য়ে, ভাল হ'য়ে থাক্‌বে ত?" প্রশ্ন শ্রবণ করিবামাত্রই বালকটী বক্তার মুখপানে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবে দৃষ্টি করিয়া বলিল;—"মহাশয়! আপনি আমায় ক্রয় করুন্ বা না করুন্, আমি চিরদিনই সচ্চরিত্র থাকিব।" বস্তুতঃ, মানবজীবন ধারণ করিয়া তিনি যথার্থ ন্যায় ও ধর্ম্ম পথে চলিতে সক্ষম, যিনি প্রাণের সহিত বলিতে পারেন এবং নিজ জীবনের কার্য্যাবলীর দ্বারা দেখাইতে পারেন, "সংসার আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাক্ বা না চাক্, অন্যে আদর করুন্ বা না করুন্, আমি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, নিশ্চয়ই তাহা করিব এবং অন্যে অন্য প্রকার করিলেও আমি কিছুতেই আমার বিবেক ও বিশ্বাস অনুযায়ী চলিতে ক্ষান্ত থাকিব না।"

বালকের ধর্ম্মজ্ঞান।

একদা এক দোকানী কোন নিরাশ্রয় বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো! তোমার ছেলেটাকে আমার দোকানে কাজ করিতে

দিবে, আমার কেরাণীর সঙ্গে হিসাব লইয়া বড় গোল বাধিয়াছে। তোমার ছেলেটী বড় সৎ, তা'কে যদি দেও বড় ভাল হয়।" বিধবা এই কথা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইল, এবং মনে করিল, এখন হইতে তাহার ছেলের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য; উপস্থিত কার্য্য দ্বারা ভবিষ্যতে সাংসারিক উন্নতিলাভ করিবার পথ তাহার নিকট উন্মুক্ত হইবে, এবং তাহার যে প্রকার প্রকৃতি, তাহাতে সে যে স্থানে যাইবে, সেই স্থানেই প্রশংসা লাভ করিবে; সুতরাং তাহার দোকানে কার্য্য করিতে কোন বাধা নাই। বালক স্কুল হইতে বাড়ী আসিলে মা তাহাকে এই কথা বলিলেন। বালক প্রথম সংসারে প্রবেশ করিবে, প্রথম অর্থ উপার্জ্জন করিবে, কাজেই তাহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না; সে মাতার আদেশানুসারে প্রফুল্ল মনে কার্য্যস্থানে গমন করিল। কিন্তু মাতা ও সন্তান কেহই কিসের দোকানে কাজ করিতে হইবে, জানিতেন না। দোকান তাহাদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। বালক অতি প্রত্যূষে সেখানে যাইত, কেবলমাত্র মধ্যাহ্নে এবং বৈকালে আহার করিতে বাড়ী আসিত। এইরূপে সপ্তাহকাল কাটিয়া গেল। সে যখনই আহার করিতে বাড়ী আসিত, তখনই তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিতেন, "কাজ কেমন লাগে?" প্রথম দিন সে বলিল, "একরূপ মন্দ নয়।" পরদিন বলিল, "ভাল মন্দ বুঝিতে পারি না।" তাহার পরদিন বলিল, "বড় ভাল নয়।" চতুর্থ দিবসে সে মাতার প্রশ্নের উত্তরে বলিল যে, সে ঐ কাজ ভালবাসে না, এবং ঐ কাজে যাইতে তাহার আর ইচ্ছা নাই। মাতা ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "কেন ও কাজ

কি বড় কঠিন? তুমি বুঝিতে পার না, এই কাজে থাকা তোমার কত উচিত। দোকানী আমাকে কি বলিবে, দুই দিনের মধ্যে তুমি চলিয়া আসিতে চাও!” বালক বলিল “মা, এটা মদের দোকান, আমি ইহাতে থাকিতে ইচ্ছা করি না।” মাতার মুখ বন্ধ হইল; বুদ্ধিমতী মাতা পুত্রের যাহাতে ভবিষ্যতে অমঙ্গল হয়, তাহা করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি আর ছেলেকে ঐ কাজ করিতে বলিতে পারিলেন না, কিন্তু এই প্রকার ঘটনাতে তাঁহার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল।

সপ্তাহান্তে দোকানী যখন তাহাকে বেতন দিল, বালক তখন বলিল, “মহাশয়, আমি আর আপনার চাকুরি করিব না।” দোকানী এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল, সে বলিল “ইহার অর্থ কি? আমি কি তোমার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি?”—“না মহাশয়, আপনার ন্যায় দয়ালু প্রভু আর যে পাইব আমি বিশ্বাস করি না।”—“তবে কি তোমার বেতন কম হইয়াছে?” “না মহাশয়, এ বেশ উপযুক্ত বেতন।” “তবে কি হইয়াছে?” বালক উত্তর দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল; তাহাতেই বুদ্ধিমান দোকানী কারণ বুঝিতে পারিল, এবং বলিল “হাঁ আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তা'তে কি? এস, আমি তোমার বেতন আরও বাড়াইয়া দিব।” বালক তখন বিনীত ভাবে সাহসপূর্ব্বক বলিল, “মহাশয়! আপনি বেশ ভাল মানুষ, ভৃত্যের প্রতি বেশ দয়ালু, কিন্তু—মদ বিক্রয় করাকে আমি বিবেক-বিরুদ্ধ মনে করি। অসদুপায় দ্বারা ধন উপার্জ্জন করাকে আমি পাপ মনে করি। পরের মুখে বিষ তুলিয়া দেওয়াকে জঘন্য নৃসংশতার কার্য্য ভাবি। ধর্ম্মগ্রন্থের উপদেশ

আমি কখনও ভুলিতে পারি না; তাহাতে লেখা আছে, অসদুপায়ে ধন উপার্জ্জন করিলে নিরয়গামী হইতে হয়।” এই কথা বলিয়া বালক চলিয়া গেল। বালকের এই সাধু বাক্য, এই সৎ দৃষ্টান্ত দোকানীর মন আলোড়িত করিল, সে মনে মনে ভাবিল, “ইহা অপেক্ষা মূল্যবান্ উপদেশ আর আমি কখনও শ্রবণ করি নাই।” সে অবধি সে সুরা বিক্রয় কার্য্য পরিত্যাগ করিবার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই অর্থের প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিল না। অবশেষে সেই বালকের উপদেশের, সেই ধর্ম্মগ্রন্থের উক্তির ফল ফলিল। দোকানী স্বয়ং মদে মত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, ছয় মাসের মধ্যেই তাহার পরিবারের নাম ইহসংসার হইতে বিলুপ্ত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবিধ।

সন্ন্যাসী হাফেজ।

একদা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী মহাকবি, ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মা হাফেজ ভ্রমণ করিতে করিতে এক সরোবরের নিকট উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে দুইটী পরম রূপবতী রমণী স্নানার্থে সেই সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাফেজ তাহাদিগকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উক্ত রমণিদ্বয়ের দৃষ্টি হঠাৎ তাঁহার দিকে পতিত হইল। তাহারা দেখিল,একটী পুরুষ তাহাদের মুখপানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে, এবং তাহার চক্ষু হইতে অবিরলধারে অশ্রুপাত হইতেছে। এই ঘটনা দর্শন করিয়া তাহারা বিস্মিত হইল, এবং ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য তাঁহাদের মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। তাহারা সত্বর স্নানকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল; যতই তাহারা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাঁহার ক্রন্দন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহারা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহাদের এই প্রকার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তিনি আর মনোগত ভাব গোপন করিতে পারিলেন না, অবশেষে অনিচ্ছাপূর্ব্বক ব্যক্ত

করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভগিনীগণ! তোমরা একান্তই যদি আমার ক্রন্দনের কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে শুন। দুইটী কারণে তোমাদিগকে দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছি। প্রথম, তোমাদের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার প্রাণসখা পরম সুন্দর পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্যের কথা মনে পড়িয়াছে। যিনি তোমাদের দেহে এত সৌন্দর্য্য দিয়াছেন, না জানি তিনি কত সুন্দর! দ্বিতীয় কারণ এই, পৃথিবীর মনুষ্যদিগের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া মনে বড় ক্লেশ হইয়াছিল, কেন না তাহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা তোমাদের এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমরা প্রাণসখার অরূপ রূপমাধুরী একবার দেখিতে পায় না!"

"ক'টা বেজেছে?"

কোন মহাত্মা স্বীয় জীবনাখ্যায়িকায় তাঁহার শৈশবাবস্থার একটি ঘটনার বিষয় এই রূপ উল্লেখ করিয়াছেনঃ—"এক দিবস পিতা আমাকে তাঁহার নিকট আহ্বান করিয়া ঘড়িতে কিরূপে সময় নিরূপণ করিতে হয়, তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তিনি এরূপ ভাবে ঘণ্টা ও মিনিট নিরূপণের কাঁটা দুটির গতি আমায় বুঝাইয়া দিলেন যে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা শিখিয়া ফেলিলাম। পিতার কথা শেষ হইতে না হইতেই শৈশব সঙ্গীদের সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য আমার মন সহজেই ধাবিত হইল, এবং আমি পিতার নিকট হইতে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলাম। তিনি আমাকে আমার সঙ্গীদিগের সহিত যাইতে একান্ত উৎসুক দেখিয়া অতিশয় স্নেহবচনে বলিলেন, "বৎস

তোমায় আমার আরও কিছু বলিবার আছে।” আমি পিতার অনুরোধে সঙ্গীদের সহিত যাইতে ক্ষান্ত রহিলাম। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম,পিতা মিছামিছি কেন আমার আমোদের ব্যাঘাত করিতেছেন ? ঘড়ির বিষয় এমন কি আছে, যাহা তিনি আমায় শিক্ষা দেন নাই ? আমি ভাবিতেছিলাম, ঘড়ির বিষয় এখন পিতাও যেমন জানেন, আমিও ত ঠিক্ সেইরূপ শিখিয়াছি ! মনে মনে এরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় তিনি পুনরায় আমার সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এই মাত্র তোমায় কিরূপে দিবসের সময় নিরূপণ করিতে হয়, তাহা বুঝাইলাম ; কিন্তু কিরূপে জীবনের সময় আমরা নিরূপণ করিতে পারি তাহা তুমি অদ্যাপিও জান না। অতএব তোমায় বেশ করিয়া তাহা শিখাইয়া দিতেছি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।” তিনি বলিলেন, ‘মনুষ্যজীবনও ঠিক্ একটী ঘটিকাবিশেষ। মনুষ্যনির্ম্মিত ঘটিকাযন্ত্রে মিনিট নিরূপণের যে রূপ উপায় আছে, আমাদের জীবন ঘটিকাযন্ত্রেও এক এক বৎসর এক একটী মিনিটের মত। মনে কর, যেন মনুষ্যগণ গড়ে ৮০ বৎসর পৃথিবীতে জীবন ধারণ করে। যদি ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় এই ৮০ বৎসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করা যায়, তবে প্রত্যেক অংশে প্রায় ৭ সাত বৎসর করিয়া পড়িবে। তখন তোমার ন্যায় কোন বালকের বয়স যখন ৭ বৎসর হইবে তখন তাহার জীবন-ঘটিকাতে একটা বাজিল, এইরূপ নিশ্চয় জানিবে। যখন তোমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে, তখন দুইটা বাজিয়াছে, 'এই রূপ মনে করিবে। যদি ঈশ্বর-কৃপায় তুমি একবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচ, তখন তোমার

জীবন তিন ঘণ্টা জীবিত রহিয়াছে, এইরূপ মনে করিবে। জীবনের সময় নিরূপণ করিতে হইলে এই রূপ করা আবশ্যক। যখনই কোন ঘড়ি দেখিতে পাইবে, সেই সময় তোমার জীবন ঘটিকার কথা যেন মনে করিতে ভুলিও না। এই ঘটিকা যন্ত্রানুসারে আমার প্রপিতামহ বার ঘণ্টা, পিতামহ এগার ঘণ্টা এবং পিতা দশ ঘণ্টা, জীবন ধারণ করিয়া, পরে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। কিন্তু বৎস তুমি কত ঘণ্টা জীবন ধারণ করিবে, তাহা কেবল সেই সর্ব্ব পুরুষই জানেন, ইহা আর কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। পিতার এই গম্ভীর বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া অবধি যখনই কোন ঘড়ি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখনই তাঁহার অমূল্য উপদেশ বাক্যগুলি একবারে আমার হৃদয়মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি আলস্যবশতঃ অবহেলা করা হইয়াছে, এই বেলায় সেগুলি সম্পন্ন করিতে হইবে, নচেৎ সময় গেলে অনুতাপ, অনুশোচনা কিছুতেই কিছু হইবে না! পিতার উপদেশ শ্রবণ না করিলে কখন সময়ের এত অমূল্য জ্ঞান করিতে পারিতাম না! তাঁহারই উপদেশে আমি ঘড়ির প্রতি এত আদর দেখাইয়া থাকি। তাই ভ্রাতঃ! তোমায় বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি, একবার মনে মনে [illegible] করিয়া দেখ দেখি, তোমার জীবন ঘটিকায় কয়টা বাজিয়াছে?"